অন্নদাশঙ্কর রায়

চতুরালি

ডি এম লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট;
কলিকাতা।

শ্রীনরেন্দ্র দেব ও

শ্রীরাধারাণী দেবী

করকমলে

আমার প্রথম নাটিকা ছাপা হয়েও প্রকাশিত হয়নি। পরে হারিয়ে যায়। নাম ছিল "আপদবিদায়।" এটা ১৯২৮ সালের ঘটনা। অবশিষ্ট চারটি নাটিকা মিলে "চতুরালি" হলো।

অন্নদাশঙ্কর রায়

৭ই ডিসেম্বর ১৯৫৫

চতুরালি

দম্পতী
ওলট পালট
হাসব না কাঁদব
হাওয়াবদল

দম্পতী

মোহিত

তার স্ত্রী রেবা

নীরেন

তার স্ত্রী বুলবুল

(রেবা তার শোবার ঘরে আলমারি দেরাজ বাক্স তোরঙ্গ স্যুটকেস বিছানা একবার খুলছে, একবার বন্ধ করছে। ভয়ঙ্কর ব্যস্ত। শীতকালের সাড়ে পাঁচটা। অন্ধকার হয়ে আসছে। নীরেন প্রবেশ করল।)

নীরেন। ওঃ! আপনি!

রেবা। (জোরসে বেডিং বাঁধতে বাঁধতে) হ্যাঁ। আমিই।

নীরেন। ও কী! কোথাও যাচ্ছেন নাকি!

রেবা। হ্যাঁ। চললুম। বিদায়!

নীরেন। দিন, আপনি পারবেন না, আমাকে দিন। (চামড়ার স্ট্র্যাপ টানতে টানতে) কই, কোথাও যাবার কথা তো ছিল না।

রেবা। (ইতিমধ্যে স্যুটকেসে এক রাশ শাড়ী ঠেসে বন্ধ করতে না পেরে হাঁপাতে হাঁপাতে) যাঃ। কিছুতেই বন্ধ হবে না দেখছি।

নীরেন। (তখনো বেডিং বাঁধা সারা হয়নি) দাঁড়ান। আমি আসছি।

রেবা। দাঁড়াবার সময় থাকলে তো? আমি যে এক মিনিট সবুর করতে পারছিনে।

নীরেন। ট্রেনের তো এখনো ঢের দেরি।

রেবা। না, না, আমাকে যেতে হবে। কোই হ্যায়? গাড়ী বোলাও।

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। (সুটকেসের উপর বসে চাপ দিতে দিতে) বেশী কিছু নিতে চাইনে। এই সুটকেসটা, ওই বিছানা আর ঐ বেতের বাক্সটা।

নীরেন। ওটা তো খালি পড়ে রয়েছে। কী কী দিতে হবে ওর মধ্যে?

রেবা। আপনি পারবেন না। আমি দেখছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এই সুটকেসটা—

নীরেন। নিশ্চয়। নিশ্চয়। (সুটকেসের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে) এক কাজ করলে হয়। বিছানাটা খুলে খানকয়েক শাড়ী গুঁজে দিই।

রেবা। (বেতের বাক্সটাতে নানা খুচরো জিনিস ঢোকাতে ঢোকাতে) তা হলেই হয়েছে আমার যাওয়া। থাক, খুলতে হবে না।

নীরেন। কিন্তু এই সুটকেসটা—

রেবা। আমি জানি ও সুটকেসটা শয়তান। জায়গা আছে, তবু জায়গা ছাড়বে না। আমিই জব্দ করছি ওটাকে।

নীরেন। (সুটকেসের সঙ্গে কুস্তি করতে করতে) শয়তান !

রেবা। (হেসে) রাখুন। আমি আসছি।

নীরেন। (দাঁত কিড় মিড় করে) এই বার !

রেবা। (শশব্যস্তে) গেল। গেল ওটা। ফাটবার আওয়াজ হলো না ?

নীরেন। দুঃখিত।

রেবা। (কাষ্ঠ হেসে) আপনার দোষ কী! ওটার দস্তুর ওই রকম। চলুক ওই ভাবে। কুলীর উপর কড়া নজর রাখতে হবে আর কী! কোই হ্যায় ?

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। গাড়ী তৈয়ার ?

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। (আয়নার সামনে গিয়ে চুল ঠিক করতে করতে) বাতিটা জ্বালিয়ে দিতে পারেন ?

নীরেন। (সুইচ টিপে) এই যে।

রেবা। ধন্যবাদ।

নীরেন। আপনি যাচ্ছেন, কিন্তু মোহিতকে তো দেখছিনে।

রেবা। বুলবুলকেও দেখছেন কি ? (আয়নায় মুচকি হাসি)

নীরেন। তাই তো। বুলবুল কোথায় ?

রেবা। আমি কী করে জানব ?

নীরেন। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। জেগে দেখি বুলবুল নেই,

কেউ নেই। আপনাকেও দেখব আশা করিনি। আপনার ঘরে আওয়াজ শুনে ভেবেছিলুম চোর নয় তো!

রেবা। ওঃ! তাই আপনি চোরের মতো ঢুকলেন!

নীরেন। অন্যায় করেছি। আচ্ছা, যাই।

রেবা। যাবার আগে একটা কাজ করে দিয়ে যান। আমার চাবীটা স্যুটকেস থেকে খুলে নিয়ে আলমারিটা আরেক বার খুলুন। কিছু টাকা নিতে হবে। আমি এই আসছি।

নীরেন। চাবী? কই দেখছিনে তো।

রেবা। সে কী! খুঁজুন না একটু দয়া করে। আমার এই শেষ হলো।

নীরেন। না, বৌদি। আমার চশমায় অত পাওয়ার নেই।

রেবা। (রাগ করে) সেই আমাকেই আসতে হলো। যান, আপনি কোনো কাজের নন।

নীরেন। (যেতে উদ্যত) সরি!

রেবা। কই, না! কে নিতে পারে! কেউ তো আসেনি এ ঘরে।

নীরেন। যদি আমাকে না ধরেন।

রেবা। আপনি নেবেন কেন? কী আপদ! খাটের নিচেও নেই, আলমারির নিচেও নেই। (ব্যস্ত সমস্ত হয়ে হাতড়ে বেড়ানো)

নীরেন। কত টাকা দরকার, বৌদি?

রেবা। (আলমারি ভাঙতে চেষ্টা করে) খুলবে, খুলবে, খুলতেই হবে।

নীরেন। (আরেকবার চাবী খুঁজতে খুঁজতে) দাঁড়ান। ভাঙবেন না।

রেবা। দাঁড়াবার সময় থাকলে তো। খুলবে, খুলবে, খুলতেই হবে। (আলমারির একটা পাল্লা ভেঙে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রেবাও আছাড় খেয়ে পড়ল।)

নীরেন। (ছুটে গিয়ে রেবাকে ধরে খাটে শুইয়ে দিয়ে) লাগেনি তো?

রেবা। লাগুক। মরণ হলেই বাঁচি। আলমারিটা শুদ্ধ উলটিয়ে মাথায় পড়লে ঠিক মরে যেতুম। না?

নীরেন। ছি, ও কথা মুখে আনতে নেই। ভালোই হলো যে আপনার যাওয়া হলো না, বৌদি।

রেবা। হলো না কী রকম? আমি যাবই। কোই হ্যায়? (বিছানা থেকে ওঠা)

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। ড্রাইভারকো বোলাও। সামান লে যায়েগা।

নেপথ্যে। হুজুর।

নীরেন। কাল আমরা এলুম আপনাদের অতিথি হয়ে। আর আজ আপনারা চললেন?

রেবা। আমরা নই। আমি।

নেপথ্যে। বাই বাই, বুলবুল। সী ইউ লেটার।

নেপথ্যে। থ্যাঙ্কস্ ফর ছ্যাট লাভ্‌লী গেম অফ টেনিস।

মোহিত। (ঘরে ঢুকে) হ্যালো।

নীরেন। হ্যালো।

মোহিত। (টেনিস র‍্যাকেট রেখে) কী ব্যাপার বলো দেখি। এসব বাক্স প্যাঁটরা কিসের? আর ওই আলমারি—

নীরেন। বৌদি কোথায় যেন যাচ্ছেন।

মোহিত। যাচ্ছেন! কই, তা তো শুনিনি।

রেবা। (আলমারি থেকে টাকা বার করতে করতে) আহা, শোনেননি! কী আফসোস! এতক্ষণ যখন শোনেননি তখন দু'মিনিট পরে শুনলেও চলবে।

মোহিত। তুমি বলতে পারো?

নীরেন। দুঃখিত। আমি তোমার চেয়েও কম জানি।

মোহিত। কই, টেলিগ্রাম কোথায়?

রেবা। কিসের টেলিগ্রাম?

মোহিত। তবে যাচ্ছ কী পেয়ে?

রেবা। এমনি।

মোহিত। (বিছানায় ধপ করে বসে পড়ে) ওয়েল, আই নেভার—

নেপথ্যে। আসতে পারি?

রেবা। তোমার ইচ্ছা।

বুলবুল। (ঘরে ঢুকে নীরেনকে লক্ষ করে) এঁর গলার সুর শুনে ভাবলুম দেখি না কী হচ্ছে।

রেবা। দেখ বসে।

বুলবুল। কেউ কি কোথাও যাচ্ছে?

রেবা। হ্যাঁ। আমি কলকাতা যাচ্ছি। বিদায়!

বুলবুল। সরি টু হীয়ার'দ্যাট। কার অসুখ?

রেবা। কারুর না।

মোহিত। ভালো কথা। তোমার মাথাধরা কেমন আছে?

রেবা। যাক, এতক্ষণে মনে পড়ল! আমার মাথা ধরা সার্থক!

বুলবুল। মাথাধরার খবর তো পাইনি।

রেবা। ঐ যাঃ। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে ভুলে গেছি। কোই হ্যায়?

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। ড্রাইভার আয়া?

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। চললুম। বুলবুল, তুমিই দেখবে শুনবে। এ সংসারের ভার তোমাকেই দিয়ে গেলুম, বোন।

বুলবুল। বা, আমরা এলুম দু'দিনেয় জন্যে বেড়াতে। সংসারের ভার কী রকম!

রেবা। দু'দিনের জন্যে কেন? চির দিনের জন্যে।

বুলবুল। ও কী বলছ, দিদি!

রেবা। ঠিকই বলেছি। চাবীটা তোমাকে দিয়ে যেতে পারলুম না, কিন্তু আমিও নিয়ে যাইনি। এই ঘরেই আছে কোথাও।

মোহিত। এটা কি তামাশা হচ্ছে!

রেবা। কী বললে? তামাশা? না, তামাশা নয়। সত্যি আমি যাচ্ছি। সাত বছর সহ্য করেছি। আর না। তোমরা সুখী হও।

নীরেন। (হঠাৎ কী মনে করে) আমরাও সুখী হব, বৌদি। আমাদের প্রোগ্রামটি তো কম লোভনীয় নয়। কলকাতা থেকে আগ্রা, সেখানে তাজমহলেই আমাদের কত পূর্ণিমা কাবার হবে, তার পর বসন্তে আমাদের লীলাভূমি কাশ্মীর—সেখানে কেবল আপনি আর আমি।

বুলবুল। তুমিও যাচ্ছ নাকি?

নীরেন। যাব না? ওই যে সুটকেসটা দেখছ ওটা কে ফাটিয়েছে? আর এই যে বোডিংটা এটা কে বেঁধেছে? আমি।

বুলবুল। অসম্ভব! তুমি তো ঘুমুচ্ছিলে।

নীরেন। চোখ বুজে অপেক্ষা করছিলুম কখন তুমি যাবে। যেই তুমি গেলে অমনি আমিও গুছিয়ে নিলুম। ওই সুটকেসটাতে আমার সুট দুটো ভরতে গিয়ে ঐ বিপত্তি।

বুলবুল। বলো কী! তোমার সুট ওই সুটকেসে!

নীরেন। আর আমার শেভিং সেট ওই বেতের বাক্সটায়।

বুলবুল। সর্বনাশ! কোথায় যাচ্ছিলে তোমরা!

নীরেন। কাশ্মীরে বরফের উপর শী খেলা খেলতে।

বুলবুল। কী খেলা খেলতে ?

নীরেন। শী খেলা। কেউ কেউ বলে স্কী খেলা। তুমি হলে"বলতে লীলাখেলা !

মোহিত। ওঃ! বুঝেছি। আমার কথাটা কি শুনবে দয়া করে ?

রেবা। শোনার কী আছে ? চেনাটাই আসল। তোমাকে চিনিনে ?

মোহিত। বাড়ীতে গেস্ট এসেছে, টেনিস খেলতে চায়, নিয়ে গেলুম ভদ্রতার খাতিরে। তোমাব মাথা না ধরলে তুমিও তো যেতে।

রেবা। কী অনুগ্রহ। আমি কি অত অনুগ্রহের যোগ্য !

মোহিত। নীরেনের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত ছিল। কিন্তু শীতকালের দিন, খেলতে হলে দেরি করা চলে না। ভেবেছিলুম নীরেনও একটু পরে আসছে।

রেবা। জানি গো জানি। দুরাত্মার ছলের অভাব হয না। কৈফিয়তের অভাব কোন দিন হয়েছে যে আজ হবে ! সারাক্ষণ চোখে চোখে না রাখলে তুমি যে কখন কার সঙ্গে কোথায় অদৃশ্য হও তা কি এই প্রথম !

নীরেন। আমিও এই তিন বছর জর্জরিত হয়েছি। একটু আরাম করে ঘুমোবার জো নেই। ঘুম ভাঙলে দেখি দশ দিক শূন্য। নাঃ। কোনো কৈফিয়ৎ শুনব না, বুলবুল।

নেপথ্যে। হুজুর।

রেবা। কে? ড্রাইভার? সবুর করো।

বুলবুল। আচ্ছা, আমি কেন এ ঘরে শুধু শুধু রয়েছি?

(প্রস্থান)

নীরেন। ও কী! দাঁড়াও। আমার বিদায় নেওয়া হয়নি।

(প্রস্থান)

রেবা। বেশ আছে ওরা ছুটিতে। যত গণ্ডগোল আমাদের বেলা।

মোহিত। আমরাও তো বেশ থাকি, রেবা। মাঝে মাঝে কেউ বেড়াতে এলেই তোমার এই পাগলামি চাপে। কেন তোমার এত সন্দেহ!

রেবা। বা, চোরকে সন্দেহ করব না?

মোহিত। কে চোর? আমি না নীরেন? যাকে আজ আমার শোবার ঘরে আবিষ্কার করলুম। যার সঙ্গে তুমি ইলোপ করতে যাচ্ছিলে।

রেবা। যাই বলো, তোমার মনটা বড় ছোট।

মোহিত। কিন্তু আলমারিটা ভাঙল কী করে?

রেবা। ওটা আমারই কীর্তি। চাবী না পেয়ে টান মেরে ভেঙেছি।

মোহিত। এত বল তোমার! অবলা কেন তবে এত বলে!

রেবা। ফলও তেমনি হাতে হাতে পেয়েছি। পিঠে চোট লেগেছে।

মোহিত। (হাত বুলিয়ে দিতে দিতে) পাগল মেয়ে!

রেবা। যাও, তুমি তো আমার জন্যে ভারি কেয়ার করো! খেলতে চললে আমার মাথাধরা দেখেও। সেই বা কেমন! স্বামী ঘুমোচ্ছে দেখে পা টিপে টিপে চলল র‍্যাকেট হাতে!

মোহিত। না গেলে তুমি খুশি হতে?

রেবা। কে না হয়?

মোহিত। আচ্ছা, তা হলে আর টেনিস খেলব না।

রেবা। তা কে তোমাকে বলছে?

মোহিত। অর্থাৎ টেনিস খেলব তোমার পাহারায়। এই তো?

রেবা। অমন কথা বললে আমি সত্যি চলে যাব। আমার মনটা অত ছোট নয়।

মোহিত। না, আমিই যাব।

রেবা। বা, তুমি কেন যাবে।

মোহিত। আমি যে যাব বলে কথা দিয়েছি।

রেবা। কাকে?

মোহিত। বুলবুলকে।

রেবা। ওমা, এত!

মোহিত। গাড়ী বাইরে দাঁড়িয়েছে, আমি আর দেরি করব না। বুলবুলও তৈরি হয়ে থাকবে এত ক্ষণে। সেইজন্যে তো উঠে চলে গেল।

রেবা। (কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে) কথা দিয়েছ বুলবুলকে!

মোহিত। হ্যাঁ, টিকিটও কিনে রেখেছি।

রেবা। (বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে) এত দূর!

মোহিত। টাইম হলো, যাই, চেঞ্জ করি।

রেবা। (কেঁদে) ওমা! আমি তবে কী করব!

মোহিত। ছি, কাঁদছ কেন? তুমিই তো যাব যাব করছিলে।

রেবা। (মাথা খুঁড়ে) মরব। মরব। নিশ্চয় মরব।

মোহিত। (গুন গুন করে) মরিব মরিব, সখি, নিশ্চয় মরিব।

রেবা। আমাকে মেরে ফেল। মারো মারো আমাকে।

মোহিত। তুমি মরবে, তবু হুকুম করা ছাড়বে না?

রেবা। না, ছাড়ব না। (জড়িয়ে ধরা)

মোহিত। অমন করে দেরি করিয়ে দিলে আজ আর যাওয়া হবে না।

রেবা। না হলেই বাঁচি।

মোহিত। পরে তুমিই আমায় বকবে।

রেবা। না, আমি বকব না।

মোহিত। চার চারখানা টিকিট মাটি হলে তুমি বকবে না?

রেবা। (স্তম্ভিত হয়ে) চার চারখানা কেন?

মোহিত। বা, তোমাকে কি আমরা সত্যি ফেলে যেতুম

নাকি ? মাথাধরা থাকলেও টেনে নিয়ে যেতুম। এই অমনি করে।

রেবা। কোথায় ?

মোহিত। সিনেমায়।

(রেবার মুখে স্বর্গীয় আভা। ধীরে ধীরে মোহিতের বাহুপাশে—)

যবনিকা

১৯৩৮ (?)

(চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক)

ওলট পালট

আচার্য চক্রবর্তী, বৈজ্ঞানিক
ভাস্কর মজুমদার, সহকারী
ডি এন পালিত ও তাঁর স্ত্রী
মাঙ্গিরাম যোধপুরিয়া
কাছেমজী হাজী এছমাইল
চুণীলাল সাহা ও তাঁর স্ত্রী
নিস্তারণ নন্দী ও তাঁর স্ত্রী
অন্যান্য শরণাগত নারী ও শিশু
পঞ্চা, আচার্যের চাকর
সুরেশ চট্টোপাধ্যায় ওরফে চট্‌স্কি, প্রাক্তন ছাত্র
সেনিন, ভট্টাচারস্কি, আলিন, ঘোস্কি, ধরকী, মিত্রোভ,
ওসমানোভ, ফকিরোভিচ প্রভৃতি বিপ্লবী

আচার্য চক্রবর্তী। (গবেষণাগারে পরীক্ষণরত। পায়ের কাছে প্রিয় কুকুর টম। হঠাৎ পিছন ফিরে) কী রে আজ তোর এত দেরি হলো কেন? বারোটা বাজে।

ভাস্কর মজুমদার। (উত্তেজনা দমন করে) আচার্যদেব, আপনি বোধ হয় শোনেননি, কাল রাত্রে বিপ্লব ঘটে গেছে।

আচার্য। বিপ্লব! এখনো তোর মাথায় রাজনীতি ঘুরছে। আবার জেল খাটবি? যা, তোর নিজের জায়গায় বসে কাজ কর গে।

ভাস্কর। আজকের দিনেও কি আপনি কাজ করবেন, আচার্যদেব ?

আচার্য। কেন, আজ কি সরস্বতী পূজা ? এটা কোন মাস রে ?

ভাস্কর। মে মাস।

আচার্য। তা হলে তো সরস্বতী পূজা হতে পারে না ?

ভাস্কর। না, আচার্যদেব। বিপ্লব।

আচার্য। আবার ওই পলিটিক্স্! অমন করলে এ জীবনে এ দেশে সীন্থেটিক নাইট্রেট উদ্‌ভাবন করে ফসলের ফলন দশ গুণ করা হবে না। সোনার বাংলা সোনার বাংলা করে জেলে গেলে কী হবে! হাতে কলমে দেখাতে হবে যে সত্যি এ দেশে সোনা ফলে।

ভাস্কর। দেখাতে হবে বৈ কি। কিন্তু তার জন্যে তো বিপ্লব অপেক্ষা করবে না।

(জন সাত আট শরণাগতের প্রবেশ। সঙ্গে নারী ও শিশু। আচার্যের পায়ের ধুলোর জন্যে কাড়াকাড়ি। দু এক জন ভাস্করের পায়ের দিকেও হাত বাড়ালেন।)

এক সঙ্গে তিন চার জন। দোহাই আচার্যদেব। দোহাই আপনার। আমাদের প্রাণে বাঁচান।

আচার্য। কেন, কী হয়েছে তোমাদের ? (একটি ছেলেকে কোলে টেনে—) কী রে, তোর নাম কী ? ভোম্বল। আর তোর বোনের নাম ?

তিন চার জন। আজ্ঞে, আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। আমরা সপরিবারে ভাসলুম।

আচার্য। আবার বন্যা! এবার কোন নদীতে? কর্ণফুলী না তিস্তা?

ডি. এন. পালিত। না, সার, বন্যা নয়।

আচার্য। তবে কী? দুর্ভিক্ষ? কই, তোমার ভুঁড়ি দেখে তো' মনে হচ্ছে না? (ভুঁড়িতে একটি মৃদু ঘুঁষি।)

পালিত। সার তা হলে খবরটা পাননি। কাল রাত্রে বিপ্লব ঘটে গেছে।

আচার্য। তুমিও বলছ বিপ্লব! ব্যাপারটা কী বুঝিয়ে বল দেখি! আবার একটা ফাণ্ড খুলতে হবে, চাঁদা তুলতে হবে? তা হলেই হয়েছে আমার নাইট্রেট!

মাঙ্গিরাম যোধপুরিয়া। হুজুর, কলকত্তা শহরমে—

আচার্য। হিন্দী চলবে না। বাংলা।

মাঙ্গিরাম। কলকত্তা শহরে আর কোনোখানেই আশ্রয় মিলল না, তামাম জায়গায় ওদের ঘাঁটি। যেখানেই যাই সেখানেই লাল কোর্তা। কালীঘাটে গেলাম। বললাম, কালী-মায়ীর দর্শন মাঙ্গছি। ওরা বলল, ওরে বলির পাঁঠা পাওয়া গেছে রে। খাঁড়া নিয়ে আয়।

কাছেমজী হাজি এছমাইল। আরে ভাই হামি গেছলাম কড়েয়া মসজেদে। সেখানকার ইমাম তো বিলকুল লাল বন গিয়া। হামাকে দেখে পুছল, আপনি কি কাছেমজী হাজি

এছমাইল ? আমি বললাম, হুঁ। সে বলল, বাঁচাতে পারব না। দেখলাম সেখানেও জবেহ্ করার বন্দোবস্ত। কসাইরা হামাকে তাড়া করল।

আচার্য। (অন্যমনস্ক ছিলেন) নোট করছিস তো, ভাস্কর। আমাকে দু'কথায় বুঝিয়ে বল দেখি এঁদের দুঃখটা কিসের।

ভাস্কর। আপনারা কী চান ? দয়া করে খুলে বলুন।

সকলে। আজ্ঞে, আমরা আশ্রয় চাই। এর মতো নিরাপদ স্থান কলকাতা শহরে আর নেই।

আচার্য। কেন, তোমাদের বাড়ীঘরের কী হলো ?

নিস্তারণ নন্দী। বাড়ী ? এই কলকেতায় আমার নিজেরই তো সতেরোখানা বাড়ী। তা ছাড়া বন্ধক রেখেছি সাতান্ন খানা। অধমের নাম নিস্তারণ নন্দী।

আচার্য। আরে, ও কে ! ধর্মভীরু নিস্তারণ নন্দী ! তুমি ! তোমার এ দশা ! কেন, তোমার সেই স্বদেশী পাটকলের কী হলো !

নিস্তারণ। (কাঁদতে কাঁদতে) আর বলবেন না, ঋষি। ইঁদুরকে সার্টিফিকেট দিয়ে বাঘ বানিয়ে দিলেন। কিন্তু কাল রাত্তির থেকে পুনর্মূষিক।

আচার্য। (ইতিমধ্যে অন্যমনস্ক) ভাস্কর, এঁদের চা দেওয়া হয়েছে ? ঐ যে খোকা-খুকুরা রয়েছে ওদের হাতে বিস্কুট দিয়েছিস তো ? মা লক্ষ্মীরা কী খাবে গো ?

মহিলারা। আমাদের প্রাণে বাঁচান, দেবতা। আমাদের

স্বামীদের, ছেলেমেয়েদের অভয় দিন। আপনার পায়ে পড়ি।

আচার্য। খুব গয়না পরেছ যে! সে বার যখন দেশের জন্যে চাইলুম তখন তো গয়না খুলে দিলে না কেউ?

নন্দীজায়া। এই নিন, কত চান? কিন্তু এই কাচ্চাবাচ্চা-গুলি আজ থেকে আপনার।

মিসেস্ পালিত। আমার মিণ্টুর আজন্মের সাধ আপনার মতো বিজ্ঞানতপস্বী হবে। তাকে যদি দয়া করে কাছে রাখেন। এই মিণ্টু, ও কী হচ্ছে? কুকুরের সঙ্গে ইয়ার্কি!

চুণীলাল সাহা। আমাকে রিসার্চ স্কলার বলে চালিয়ে দিন। আমি মদের দোকান করতে করতে চোরাই মদ চোলাই করতে শিখেছি।

পালিত। (ভাস্করকে কানে কানে) বেশী নয়। কোয়ার্টার পেগ পেলে চলবে।

ভাস্কর। এটা ডিস্টিলারি নয়, ল্যাবরেটরি।

পালিত। দেখছি চা ছাড়া উপায় নেই।

ভাস্কর। পঞ্চা। ও পঞ্চা। চা কর দেখি।

(ভৃত্যের প্রবেশ। মাথায় লাল টুপি।)

পঞ্চা। দাদাবাবু, আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ।

ভাস্কর। কেন, তোকে অমানুষ বলছে কে?

পঞ্চা। আপনিই বলছেন। আমার নাম হলো গিয়ে পঞ্চানন। ডাকলেই পারেন, পঞ্চানন মশাই। আমি তো

আপনাকে 'আপনি' বলি, আপনি কেন আমাকে 'তুই' বলেন ?

ভাস্কর। এখন থেকে 'আপনি' বলতে হবে নাকি ? আচ্ছা, তর্কপঞ্চানন মশাই, আপনি এঁদের সকলের জন্যে চা তৈরি করুন দেখি। আমি যাই বিস্কুট খুঁজতে।

পঞ্চা। আমি কেন চা করব ? আমি কি চাকর ?

আচার্য। (অন্যমনস্ক ছিলেন) এত চেঁচামেচি করছে কে ? পঞ্চা ?

পঞ্চা। এজ্ঞে, কর্তা।

আচার্য। ঝট করে কিছু ফুলুরি ভাজিয়ে নিয়ে আয়। গরম গরম।

পঞ্চা। ফুলুরিওয়ালা আজ ফুলুরি ভাজবে না। আজ হরতাল।

আচার্য। হরতাল কেন ? আবার কে গ্রেপ্তার হলো ?

(লাল পোশাক পবে সুবেশেব প্রবেশ।)

সুরেশ চট্টোপাধ্যায়। (পায়েব ধুলো নিতে গিয়ে মনে পড়ল ওটা ফিউডাল প্রথা। আকাশে হাত ছুঁড়ে স্যালিউট করল।)

আচার্য। কে ও, সুরেশ নাকি ? এমন লাল কেন ? আজ বুঝি দোল ?

সুরেশ। না, আচার্যদেব আজ বিপ্লব।

আচার্য। (পিঠে একটা কিল বসিয়ে) তোর গায়ে তেমন

জোর নেই কেন ? খাওয়াদাওয়া করছিস না শুধু পলিটিক্‌স্ করে বেড়াচ্ছিস ?

সুরেশ। ভাস্কর, আমি এসেছি ওয়ার্নিং দিতে।

ভাস্কর। কেন বলো তো ?

সুরেশ। মধ্যবিত্তরা এখানে আশ্রয় পাচ্ছে।

ভাস্কর। ওটা কি একটা অপরাধ ?

সুরেশ। জান না ? আজ ভোরে একটা ফতোয়া জারি হয়েছে। রেডিওতে শোননি ? মধ্যবিত্তদের জন্যে একটা কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প খোলা হয়েছে। যে সব মধ্যবিত্ত সেখানে না গিয়ে অন্য কোথাও যাবে তাদের ধরে চালান দেওয়া যাবে। যারা আশ্রয় দেবে তাদেরকেও চালান।

মাঙ্গিরাম। (কাঁপতে কাঁপতে) দোহাই ধর্মাবতার।

সুরেশ। আমাকে খোসামোদ করে কী হবে ? আপনার যা বলবার আছে তা পিপ্‌ল্‌স্ কোর্টে বলবেন।

পালিত। পিপ্‌ল্‌স্ কোর্ট !

সুরেশ। হাঁ, ব্যারিস্টার সাহেব। জন আদালত। সেখানে একশো একজন বিচারক ও বিচারিকা। গাড়োয়ান, বিড়িওয়ালা, গণিকা—

মিসেস্ পালিত। ওমা, কী হবে গো !

আচার্য। পঞ্চা, তুই এখনো দাঁড়িয়ে ! যা ব্যাটা। যা, ফুলুরি না পাস মুড়কি নিয়ে আয়। ভোম্বলের নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়েছে। ও ভোম্বল, তুমি যে বড় চুপ।

ভাস্কর। (একটা টাকা পঞ্চার হাতে দিয়ে) জল্‌দি।

আচার্য। ওরে ভাস্কর, বলি এটা কোন মাস ?

ভাস্কর। মে মাস।

আচার্য। তবে আজ দোলযাত্রা নয় ?

ভাস্কর। না, আচার্যদেব।

আচার্য। তবে, সুরেশ, তোর এ সাজ কেন ?

সুরেশ। জানেন না, আচার্যদেব ? আজ বিপ্লব।

আচার্য। বিপ্লব বিপ্লব সবাই বলছে। দু'কথায় বুঝিয়ে দে আমাকে, মানে কী ?

সুরেশ। মধ্যবিত্তদের দিন ফুরিয়েছে। তারা কে কোথায় গা ঢাকা দিয়ে ষড়যন্ত্র করছে আমরা সেই সন্ধানে ঘুরছি। ধনকুবেরদের ইতিমধ্যে ধরপাকড় করা হয়েছে। তারা এখন লালবাজারে।

আচার্য। ভাস্কর, নোট করছিস তো ? এক কথায় বুঝিয়ে বল দেখি ব্যাপার কী ? আমার তো সময় নেই। সোনা ফলাতে হবে।

ভাস্কর। এক কথায়, কিষাণ মজদুর রাজা হয়েছে।

আচার্য। বটে! তা হলে লাল রং কেন ?

সুরেশ। ও যে আমাদের বুকের রক্ত।

(যে সময় আচার্যের সঙ্গে ভাস্কর ও সুরেশ কথা বলছে সেই সময় শরণাগতরা কথোপকথন করছে।)

মাঙ্গিরাম। দাদা, পান আছে ?

নিস্তারণ। আছে, কিন্তু পানের ভাও জানেন তো? এক খিলি এক রুপেয়া।

মাঙ্গিরাম। নিন, তা হলে দশ খিলির দাম এই নোট।

নিস্তারণ। এ নোট তো চলবে না। মোহর নেই?

মাঙ্গিরাম। দাদা, কিষাণ মজতুর একজোট হতে পারে। আমরা পারিনে?

কাছেমজী। আলবৎ। শেঠজী, আপনার পকেটে সিগারেট কেস দেখছি। হামাকে দিতে পারেন একটা সিগারেট?

মাঙ্গিরাম। অমন অন্যায় আবদার করবেন না, জনাব। এই সিগারেটই আমার মুখাগ্নি। জ্বলন্ত চিতায় জ্যান্ত পুড়ে মরছি, দেখতে পাচ্ছেন না?

পালিত। আমার কাছে আছে সিগারেট। হাজি সাহেব, আসুন বার্টার করা যাক। সিগারেট নিয়ে জর্দা দিন।

মাঙ্গিরাম। দাদা, অনুগ্রহ করলেন না? পানের বদলে কী চান, বলুন?

নিস্তারণ। (কানে কানে) কোকেন।

মাঙ্গিরাম। দিতে পারি। তবে—একটা কথা আছে।

(কোমরে কাঁধে ও হাতে হাতিয়ার সমেত লাল গরিলার প্রবেশ। সেনিন, ভট্টাচারস্কি, আলিন, ঘোস্কি, মিত্রোভ, ধরকী, ওসমানোভ, ফকিবোভিচ প্রভৃতি।)

সেনিন। (সুরেশকে) চট্টস্কি, তুমিও!

সুরেশ। আমি শুধু এঁদের সতর্ক করে দিতে এসেছি।

সেনিন। সতর্ক করতে, না ষড়যন্ত্র করতে ?

ওসমানোভ। চট্স্কি, তোমাকে আমরা বন্দী করলুম।

সুরেশ। আমি এর প্রতিবাদ করি।

ওসমানোভ। প্রতিবাদ পিপ্‌ল্‌স্ কোর্টে কোরো।

আলিন। বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে পিপ্‌ল্‌স্ কোর্ট নয়। তাদের জন্যে অন্য ব্যবস্থা। সরাসরি কোতল।

সুরেশ। সরাসরি কোতল! এটা কি মগের মুল্লুক!

মিত্রোভ। খবরদার! রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অমন উক্তি রাষ্ট্রদ্রোহ।

আলিন। ঐ একটি উক্তিতেই প্রমাণ হচ্ছে তুমি প্রতি-বিপ্লবী। চট্স্কি, ভালো চাও তো স্বীকার করো তুমি টাকা খেয়েছ।

সুরেশ। আমি যে এখানে ওয়ার্নিং দিতে এসেছি এ কথা কে না জানে ? জিজ্ঞাসা করো এঁদের প্রত্যেককে।

সেনিন। (মাঙ্গিরামকে) এই বুর্জোয়া। তুমি কিছু জান ?

মাঙ্গিরাম। জী হুজুর। যা বলবেন সব জানি।

সেনিন। ইনি কি এখানে এসে ষড়যন্ত্র করছিলেন ?

মাঙ্গিরাম। সব ঠিক।

সেনিন। আর তুমি ? তুমি জান ?

কাছেমজী। এক দম ঠিক।

সেনিন। তুমি—তুমি অমন করে কাঁপছ কেন ? তুমিও এর মধ্যে আছ ? না ?

নিস্তারণ। আজ্ঞে আমি কোকেন সম্বন্ধে কিছু জানিনে।

সেনিন। কোকেন? কোকেনের কথা হচ্ছে না। বল, ইনি তোমাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছিলেন?

নিস্তারণ। ভাষণ ষড়যন্ত্র। সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র।

সেনিন। চট্‌স্কি, তোমার সাক্ষীরাই তোমার বিপক্ষে বলছে। আর কেউ আছে?

সুরেশ। ভাস্কর, তুমি তো জান।

ভাস্কর। সুরেশ আমার সহপাঠী। সে আমাকে ও আচার্যদেবকে বলতে এসেছিল যে মধ্যবিত্তদের আশ্রয় দেওয়া একটা অপরাধ।

ভট্টাচারস্কি। সহপাঠীর জন্যে আপনি যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছেন দেখছি।

ওসমানোভ। একেও বন্দী করা যাক। কী নাম?

ভাস্কর। ভাস্কর মজুমদার।

আলিন। মজুতদার? এই সেই গোপন মজুতদার—

সেনিন। যাই হোক, চট্‌স্কি আমাদের কমরেড। তাকে সরাসরি কোতল করা যায় না। তাকে—শুনছ, ফকিরোভিচ?

ফকিরোভিচ। সর্দার।

সেনিন। তাকে কমরেড নম্বর বিরাশী'র কাছে দিয়ো। তিনি নেপথ্যে বিচার করবেন। আর এই মজুতদারকেও সঙ্গে নিয়ো।

(পঞ্চার প্রবেশ)

পঞ্চা। ও কী! দাদাবাবুকে তোমরা পাকড়াও করছ কেন? ও কর্তা!

আচার্য। (অন্যমনস্ক ছিলেন) কই, মুড়ি এনেছিস?

পঞ্চা। কর্তা, মুড়ি মিছরির এক দর। মুড়িওয়ালা চাঁদি রুপো চায়।

আচার্য। বটে! ব্যাটাকে পুলিশে দিয়ে এসেছিস, না ভাস্করকে পাঠাব?

ফকিরোভিচ। পুলিশ তো আমিই। আমার বিনা হুকুমে কে মুড়িওয়ালার গায়ে হাত দেয়! সে যে গোটা দুই সোভিয়েটের মেম্বর! একটা, পাড়ার লোকের গণ সোভিয়েট। আরেকটা, চিড়েমুড়ি চানাচুরওয়ালাদের শ্রেণী সোভিয়েট।

আচার্য। ওরে ভাস্কর। এরা এসব কী বলছে! আমাকে দু' কথায় বুঝিয়ে দে। ও কী! তোকে বাঁধল কে! তাই তো! তোমরা কারা হে? তোমাদের হাতে হাতিয়ার কেন হে?

সেনিন। আমরা লাল ফৌজের মোবাইল কলম (mobile column)। আপনার গবেষণাগার দেখছি প্রতিবিপ্লবীদের আড্ডা।

ভট্টাচারস্কি। আমরা ভেবেছিলুম আপনাকে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি। আপনিই একমাত্র বুর্জোয়া যাকে সোভিয়েট বাংলার প্রয়োজন আছে। নাইট্রেট আমাদের এই মাসেই দরকার। কিন্তু আপনার আশ্রয়ে এই সব প্রতিক্রিয়া-

শীলদের আবিষ্কার করে আমরা আপনাকেও অবিশ্বাস করতে শুরু করেছি।

আচার্য। য়্যাঁ! এসব কী বকছে! পঞ্চা, তুই তাড়াতাড়ি সিরাপ দিয়ে সরবৎ তৈরি করে নিয়ে আয়। রিফ্রিজারেটরে বরফ আছে। আগে এদের মেজাজ ঠাণ্ডা হোক।

চুণীলালের বৌ। আহা, বেচারাদের কী কষ্ট! এক গা গয়না নয় তো, বন্দুক পিস্তল সঙীন ছোরা!

নন্দীজায়া। সেকালের মেয়েদের গয়নার মতো বইতেও পারে না, খুলতেও পারে না!

মিসেস পালিত। ঘুরে ঘুরে ঠগ বাছাই করা কি সোজা কাজ! ঠগ বাছতে গিয়ে গাঁ উজাড় না হয়!

সেনিন। ওসমানোভ!

ওসমানোভ। সার্দর!

সেনিন। এদের সবাইকে রাউণ্ড আপ কর। এদের নিয়ে যাওয়ার ঠিকানা পিপ্‌ল্‌স্ কোর্ট। বুঝলে?

ওসমানোভ। অপ্রিয় কর্তব্য। মহিলারা মাফ করবেন।

ধরকী। (ঘোস্কিকে) সব লক্ষ্য করছি। একদিন লিখব আমার গণ উপন্যাস।

ঘোস্কি। আমার গণ কাব্য তো কাল রাত্রেই আরম্ভ করেছি।

(এমন সময় রাস্তায় ব্যাণ্ডের বাজনা ও মিছিলের গান। ভিতরে মহিলাদের আর্তনাদ ও শিশুদের ক্রন্দন। সব মিলে গণসঙ্গীত)

দেখছ যা সব কিছু আমাদের।
নয় নয় মামাদের।
এইসব রাজপথ আমাদের
এইসব ইমারত আমাদের
এইসব দোকান তো আমাদেরই
এইসব মোকান ভি হামাদের।
নয় নয় মামাদের।
—ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

ওই সব আলমারি আমাদেব
ওই সব মনিহারি আমাদেব
ওই সব জামাশাড়ী আমাদের গো
ওই সব পুরনারী আমাদের।
নয় নয় মামাদের।

দেখছ যা সব কিছু আমাদের।
সব কুছ হামাদের।
হানিফের লতিফের সামাদের।
রামাদের শ্যামাদের বামাদের।
সব কিছু আমাদের।
নয় নয় মামাদের।
—মামুলোগ মুর্দাবাদ।

দেখছ যা সব কিছু কাদের ? আমাদের।

নয় কাদের ? মামাদের।

আমাদের, আমাদের, আমাদেব।

সব কুছ হামাদের, হামাদেব।

(বাইরে যতক্ষণ গান চলছিল ভিতরে ততক্ষণ গ্রেপ্তার ইত্যাদি।

ক্রমশ ঘর খালি হয়ে গেল। রইলেন শুধু আচার্য।)

পঞ্চা। (প্রবেশ করে) সরবৎ এনেছি, কর্তা।

আচার্য্য। (চোখ মুছে) কে, পঞ্চু ? অতিথিরা চলে-গেছেন। অতিথিসেবা করতে পারলুম না।

পঞ্চা। দাদাবাবু ?

আচার্য। তাকেও ধরে নিয়ে গেছে। মারবে না কী করবে কে জানে !

পঞ্চা। না, না। মারবে না। আমি তাঁকে উদ্ধার করে আনব।

আচার্য। কিছু বুঝতে পারছি নে। একরাত্রে পৃথিবী উল্টে গেল। পঞ্চা বলছে উদ্ধার করবে ভাস্করকে ! আর আমি ! আমি রক্ষা করতেও অক্ষম। হা ভগবান ! (কুকুরটা কেঁদে উঠল।)

যবনিকা

(চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক)

১৯৪২ (?)

হাসব না কাঁদব

লেডী নিভাননী গ্যাংগুলী

রানী কেশবকামিনী দেবী

শ্রীযুক্তা মহাশ্বেতা দেবী

রেবা, সুলতা, শোভনা, নীলা, সবিতা প্রভৃতি মেয়েরা

(পরচর্চা পরিষতের অধিবেশন। এতক্ষণ পরচর্চা চলছিল। এইমাত্র সাময়িক প্রসঙ্গ শুরু হয়েছে। এমন সময় লেডী নিভাননী গ্যাংগুলীর প্রবেশ।)

মেয়েরা। আসুন, লেডী গ্যাংগুলী। আ-সুন। আসুন, লেডী গ্যাংগুলী। আ-সুন।

নিভাননী। আপনারা আমাকে অপমান করছেন?

রেবা। ওমা, অপমান কাকে বলছেন? আমরা যে আপনাকে সম্বর্ধনা করব বলে সংকল্প করেছি। টাউন হল তো পাওয়া যাবে না। দেখি যদি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট জোগাড় করতে পারি।

নিভা। কেন, সম্বর্ধনা কেন? আমি কী এমন করেছি যে—

সুলতা। কী না করেছেন! আপনার জন্যেই তো হিন্দু সমাজ এ যাত্রা বেঁচে গেল, মাসিমা। নইলে রাও কমিটি তো তাকে জবাই করতে যাচ্ছিল।

শোভনা। বাস্তবিক, বয়সে আপনি আমাদের চেয়ে খুব বেশী বড় নন। কিন্তু মনটা আপনার বাহাত্তুরের চেয়ে বুড়ো।

রেবা। যা বলেছিস। ত্রেতাযুগে মন্থরার মন ছিল এমনি উঁচু দরের।

নিভা। আবার অপমান! আমি মন্থরা!

নীলা। না, না, মন্থরা নন, মন্থরা নন। আমি বলব?

সুলতা। না, তোকে বলতে হবে না। আমার মাসিমা যদি মন্থরা কি মন্দোদরী হন আমি হব হিড়িম্বা কি উলূপী।

নীলা। না, না, মন্দোদরী নন। মনুসংহিতা।

রেবা। যাঃ! অমন নাম কি মানুষের হয়!

নীলা। হবে না কেন, শুনি? গীতা কার নাম? গায়ত্রী কার নাম? মানুষের না আর কারো?

রেবা। তা হলেও মনুসংহিতা! আমি বলি মনুজমর্দিনী!

নিভা। অসহ্য! ডেকে এনে অসভ্যতা। চললুম রে, সুলতা।

সুলতা। সে কী, মাসিমা! রানীমা এখনো এসে পৌঁছননি।

নিভা। ওঃ রানীমাকেও আসতে বলেছ? বসি তা হলে। দেখি রানীর কী রকম অসম্মান হয়।

সবিতা। না, না, ওটা আপনার ভুল, লেডী মাসিমা। অসম্মান আমরা আপনাকে করতে চাইনি। অসম্মান যদি করতে চাইতুম তা হলে লেডী বলতুম না।

নিভা। লেডী বলতে না শুনে সত্যি আশ্বস্ত হলুম। কেননা হিন্দু নারীর পক্ষে ওর চেয়ে আপত্তিকর উপাধি আর নেই। রাও কমিটি তো আমার সাক্ষ্য নেবার সময় মুচকি মুচকি হাসছিল।

সুলতা। এই ছুঁড়ি! থাম! বলুন, মাসিমা, রাও কমিটির ঘরের খবর। ওরা কি সত্যি ক্ষেপেছে!

শোভনা। এই, তুই কী বলছিলি? লেডী না বলে কী বলতিস?

সবিতা। জানিসনে? এ তো পুরোনো কাসুন্দী।

শোভনা। কানে কানে বল।

সবিতা। নেড়ী।

শোভনা। ওমা, কী ঘেন্না! নেড়ী!

সবিতা। শুনিসনি? সত্যকিঙ্কর সাধুখাঁ যেবার নাইট উপাধি পান তাঁর স্ত্রী কোথায় আনন্দ করবেন না কেঁদে আকুল।

শোভনা। সত্যি?

সবিতা। তা হলে শুনিসনি ঠিক। শোন তবে। সার সত্যকিঙ্করের সত্তর আশিজন ঝি চাকর এক বাক্যে বলে, নেড়ী সাধুখাঁ। মুদি গয়লা পানবিড়িওয়ালারাও বলতে আরম্ভ করে, নেড়ী সাধুখাঁ। কথাটা যখন কানে এলো লেডী বললেন লর্ডকে, অর্থাৎ স্বামীকে, তুমি যদি রাজা উপাধি পেতে সকলে আমাকে রানী বলে ডাকত। তুমি সরকারকে বলো, এ উপাধি চাইনে, ও উপাধি চাই।

শোভনা। হা হা হা!

নীলা। এত হাসি কিসের! এত হাসি একা হাসতে নেই। শেয়ার করতে হয়।

(এমন সময় প্রবেশ করলেন খক্কয়াকোটের রানী কেশবকামিনী দেবী।)

সকলে। আ-সুন, রানীমা, আ-সুন। আ-সুন, রানীমা, আ-সুন।

নিভা। এসো, দিদি, এসো, তোমার জন্যেই এ শরশয্যায় শুয়ে আছি।

রানী। শরশয্যা!

নিভা। তা নয় তো কী! এত অপমান সহ্য হয় না, দিদি। ওরা ভাবছে আমার কান নেই, শুনতে পাইনে। রানী নই বলে আমি যেন কিছু নই। আমি যেন একটা সঙ। আমাকে মন্থ বলেছে, নেড়ী বলেছে, যাব তার সঙ্গে তুলনা করেছে—

রানী। এই বাঁদর মেয়েরা! তোমাদের মনে যদি এই ছিল তো আমার ওখানে ধন্না দিতে গেলে কেন?

রেবা। বা, আপনি সহায় না হলে আমরা সভা করব কী করে?

সবিতা। সভানেত্রী হবে কে? চাঁদা দেবে কে?

সুলতা। লেডী মাসিমার সম্বর্ধনার ভার তো বলতে গেলে আপনার উপরেই।

রানী। সে কথা ঠিক। হিন্দু সমাজের জন্যে নিভা যা করেছে তার তুলনা নেই। ও নিজে দিন রাত সাহেবমেমের সঙ্গে নাচছে খাচ্ছে। কী করবে, উপায় নেই। ওর স্বামী একজন ধনকুবের। কিন্তু হিন্দু সমাজের জন্যে ও সত্যি ভাবে। আমি নিজে দেখেছি ওর রাত্রে ঘুম হয় না।

সুলতা। রাত্রে ঘুম হয় না, তা আমিও দেখেছি। কিন্তু ওটা কি হিন্দু সমাজের জন্যে ভাবতে গিয়ে, না ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভেবে ?

রানী। একই কথা। মেয়েরা যদি সম্পত্তির শরিক হয় স্বামীর ব্যবসা চৌচির হয়ে যাবে। তখন তো এক একজন এক একটি কোটিপতি হবে না। হবে বড় জোর নিযুতপতি। এ কি কম দুঃখের কথা! আমার তো বুকে ব্যথা দেখা দিয়েছে।

শোভনা। আপনার কিসের ব্যথা, রানীমা! খয়রাকোটের কয়লার খনির ইজারা থেকে তো আপনার বছরে সাড়ে তেইশ লাখ টাকা আসে।

রানী। কিন্তু সেও তো সাত আট ভাগ হয়ে যাবে। আমার এক পাল মেয়ে। এত দিন এক পাল ভেড়ার মতো ব্যা ব্যা করত, এখন এক পাল বাঘের মতো হালুম হালুম করছে। ছেলে দুটো তো ভয়ে কাঠ। ওদেরও বুকের ব্যামো শুরু হয়েছে। বাঁচে কি না সন্দেহ।

রেবা। না বাঁচলে তো মেয়েদের আরো সুবিধে।

রানী। সে কি আমি বুঝিনে! সেইজন্যে আমার প্রাণে ভয় কোন দিন না ওরা ওদের ভাইদের ভাতে বিষ মেশায়! আমার বুকের ব্যথার কারণ তো শুনলে। এখন বলো দেখি এর কী দরকার ছিল! মুখপোড়া রাও কমিটি কেন আমার বাছাদের সর্বনাশ করে! শুধু কি আমার বাছাদের? দেশময় যত বাছা আছে—

সবিতা। বাছুর আছে—

নিভা। এই মেয়েটাই আমাকে নেড়ী বলেছে। তাতেও ক্ষান্ত হয়নি। আমার বাছাদের বলছে বাছুর। আমি চললুম!

রানী। অমন যদি করো তো আমিও উঠে যাব, সবিতা।

সবিতা। কেন, আমি তো আপনাকে ময়রানী বলিনি, যেমন বলেছিলুম মিদনাপুরের ময়রানীকে।

রানী। ওমা! মিদনাপুরের ময়রানী বললে কাকে? মেদিনীপুরের মহারানীকে?

সবিতা। মহারানীরা যখন রাজমর্যাদা ভুলে সভায় সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান তখন আমরা তাঁদের মিষ্টি কথার মিষ্টান্ন খেয়ে বলি, আহা সাক্ষাৎ ময়রানী।

রানী। মহারাজারাও তো তাই করছেন দেখি। তাঁদের বেলা কী বলবে?

সবিতা। তাঁদের বলব ময়রা রাজা। সংক্ষেপে ময়রাজা।

নিভা। আর আমাদের স্বামীদের?

সবিতা। নেড়ীদের স্বামীদের কী বলা উচিত। নেড়া

নিশ্চয়। কিন্তু সার হিমাংশু তা শুনে লজ্জা পাবার পাত্র নন। তাঁর যে মাথাজোড়া টাক। আর সিন্দুকভরা টাকা। সার হিমাংশুকে আমরা বলব—থাক, বলে কাজ নেই।

শোভনা। অত কুণ্ঠা কেন? বলে ফেল।

সবিতা। সার হিমাংশুকে কিছু না বলাই ভালো, কিন্তু সার হর্ষবর্ধন ঘোষ হাজরাকে বলব, শ্বা হর্ষবর্ধন।

নিভা। তার মানে কী হলো? কোন দেশী শব্দ ওটা?

সবিতা। সংস্কৃত। শ্বাপদ হয়েছে ওর থেকে।

নিভা। কী! আমার স্বামী কুকুর!

সবিতা। তা আমি কী করব! শ্বা মানে কুকুর, কে না জানে।

নিভা। কিন্তু তুমি ছাড়া কে বলছে 'সার'কে 'শ্বা'?

রানী। মহারানীকে ময়রানী?

মেয়েরা। আমরা সকলে।

নিভা। আপনাদের সম্বর্ধনাসভা তা হলে এই রকমই হবে! এমনি অশ্রদ্ধার সঙ্গে!

সুলতা। না, না, আমরা সত্যি আপনাকে মানপত্র দিতে চাই। আপনি আমাদের রক্ষা করেছেন।

নিভা। রক্ষা করেছি মানে?

সুলতা। আমরা ভেবে দেখলুম যে পিতার সম্পত্তিতে আমাদের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকার ভাইয়ের অর্ধেক নয়, ভাইয়ের সমান। আমরা যদি রাও কমিটির প্রস্তাব মেনে নিই তো

অর্ধেক হারাব। সুতরাং ও প্রস্তাব যেমন আপনাদের চক্ষুঃশূল তেমনি আমাদেরও।

রানী। সরবোনাশ! তোমরা তলে তলে এই ফন্দী এঁটেছ! আমাকে সভানেত্রী করে আমার বাছাদের আরো বঞ্চিত করবে!

সুলতা। আমরাও কি আপনাদের বাছা নই, রানীমা? আমরা কি আসমান থেকে নেমে এসেছি? এমন জানলে কে আপনাদের মেয়ে হয়ে জন্মাতে রাজী হতো?

রানী। না, তোমরাও আমাদেরই কোলের সন্তান। কিন্তু তোমাদের তো, মা, স্ত্রীধন দেওয়া হবে। তোমাদের কিসের অভাব! ওদিকে শ্বশুরকুলের সম্পত্তিও তো ভোগ করবে।

বেবা। আমরা প্রস্তাব করি এখন থেকে ছেলেদের স্বামীধন দেওয়া হোক। আর আমাদের দেওয়া হোক পিতার সম্পত্তির ষোলো আনা উত্তরাধিকার।

রানী। উঃ! আমার বুক গেল! আমি আর বাঁচবো না!

নিভা। আমি চললুম। আর এক মুহূর্ত সহ্য হয় না এই ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ।

(হেনকালে প্রবেশ করলেন শ্রীযুক্তা মহাশ্বেতা দেবী, লেখিকা)

মেয়েরা! আসুন, মহাসতী দেবী, আ-সুন। আসুন, মহাসতী দেবী, আ-সুন।

মহাশ্বেতা। কিন্তু আমার নাম তো মহাসতী নয়।

সবিতা। কী! আপনি মহাসতী নন! শুনলি রে, শোভনা?

শোভনা। আমারও সেই সন্দেহ ছিল।

রেবা। তবে যে উনি সেদিন দু'হাজার লোকের সভায় দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, ভারতনারীর সতীত্ব হবে অতীতের বস্তু--

সবিতা। অতীতের বস্তু! মহাভারতের নায়িকার নাম পাঞ্চালী। তাঁর পঞ্চপতি। তাঁর শাশুড়ীর নাম পৃথা। পৃথার পতি যদিও একটি সন্তানের পিতা চারটি। অতীতকে বর্তমান করা হোক।

মহাশ্বেতা। ছি ছি ছি! কেন আমাকে তোমরা এখানে ডাকলে!

সুলতা। জানেন না? আমরা যে লেডী মাসিমাকে সভা করে মানপত্র দিতে যাচ্ছি। আপনি দু'কথা না বললে জমবে কেন?

রেবা। আপনার নামই তো আমাদের বিজ্ঞাপন।

নীলা। বলতে গেলে আপনিই সে সভার হ্যামলেট। আপনাকে বাদ দিয়ে সভা হয় না।

সবিতা। এবারেও ওই রকম একটি মর্মভেদী উক্তি করে সব যুক্তির মূলে কুঠার হানবেন।

শোভনা। এবার বলবেন, আমার পরেই প্লাবন। ভারতে সতী বলে আর একজনও থাকবে না।

মহাশ্বেতা। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। দেশ দিন দিন কোথায় যাচ্ছে!

সুলতা। কিন্তু সতী মাসিমা, আপনি রাও কমিটির প্রস্তাব নাকচ করে আমাদের রক্ষা করেছেন। আপনি এক বিবাহের— পক্ষপাতী নন, বহু বিবাহের পক্ষে। আমরাও এক বিবাহ চাইনে, বহু বিবাহ চাই। কুন্তী আর দ্রৌপদী আমাদের আদর্শ।

মহাশ্বেতা। শ্রীহরি! শ্রীহরি! মধুসূদন! গেল! গেল! হিন্দুত্ব গেল! ভারত গেল!

নিভা। আমি চললুম। আর এক মুহূর্তের এক ভগ্নাংশ নয়।

রাণী। আমার কি চলার জো আছে? মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে।

রেবা। ও কী! মানপত্র নিয়ে যাবেন না! আমরা সারা দিন বসে বসে মুসাবিদা করেছি। একটি বার শুনে যান।

নীলা। এক মিনিট বসতে অনুরোধ করি। একটা ফোটো তুলে নিই।

সুলতা। সত্যি তা হলে উঠলেন? বড় দুঃখ পেলুম আমরা।

মহাশ্বেতা। ওঃ কী লাঞ্ছনা! শ্রীদুর্গা! শ্রীদুর্গা! দুর্গা দুর্গতিনাশিনী!

সবিতা। রাও কমিটি গেছে। আপদ গেছে। কিন্তু যা আসছে তার হাত থেকে উদ্ধার নেই।

মহাশ্বেতা। কী আসছে?

সবিতা। রায় কমিটি।

রাণী। ওমা, ওটা আবার কোন জন্তু!

সবিতা। দেখবেন, যদি বেঁচে থাকেন।

নিভা। শুনি একটু।

সবিতা। মেয়েদের বহু বিবাহের অধিকার তো স্বীকার করা হবেই, ভাইদের সঙ্গে বোনদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। আমরা অর্ধেক অংশ নেব না, সমান অংশ নেব। তাতে যদি ভাইদের আপত্তি থাকে তারা কিছু নগদ টাকা আর দানসামগ্রী নিয়ে বিয়ে করতে পারে।

মহাশ্বেতা। তার আগে যেন আমার মরণ হয়।

সবিতা। ষাট, ষাট, ও কী অলক্ষুণে কথা! আপনাকে শতায়ু হতে হবে, শতায়ু হয়ে স্বচক্ষে দেখে যেতে হবে যে ভারত আবার মহাভারত হয়েছে। কেবল কি মহাভারত! শ্রীমদ্ ভাগবত। যাতে গোপীদের বৃত্তান্ত আছে।

মহাশ্বেতা। প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং! বাবা বিশ্বেশ্বর! বাবা বৈদ্যনাথ!

নীলা। ব্যস্! আমার ফোটো তোলা শেষ।

রানী। শেষ? কখন তোলা হলো? সতর্ক করে দিতে হয়।

শোভনা। ভালোই উঠবে, রানীমা। পোজ দিতে আপনারা আজীবন অভ্যস্ত।

নিভা। য়্যাঁ! এটা কী বললে!

শোভনা। বলছিলুম সারাজীবন তো অভিনয় করে কাটিয়ে দিলেন। এক একটি পৌরাণিক চরিত্র। মঞ্চের বাইরে যে যুগ বদলে গেছে তা কি কেউ আপনাদের জানায়নি? একটু সতর্ক করে দেয়নি?

নিভা। কেন? আমরা কি কম আধুনিক? এর চেয়ে আপটুডেট সাজপোশাক তোমরা পাবে কোথায়?

রেবা। এটাও একটা অভিনয়ের মেকআপ।

মহাশ্বেতা। আর না। এবার উঠতেই হলো। (তিনজনেই উঠলেন)

সুলতা। না, না, উঠতে দেব না। আগে মিষ্টিমুখ করুন। লেডী মাসিমার জন্যে বিশুদ্ধ বিদেশী কেক আনিয়েছি। সতী মাসিমার জন্যে পুরীর মহাপ্রসাদ। আর রাণীমার জন্যে সরভাজা সরপুরিয়া।

যবনিকা

(চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক)

হাওয়া বদল

বৈজয়ন্ত

তার স্ত্রী রানু

তার স্ত্রীর বান্ধবী হেনা

তিন জনেরি বন্ধু শিশির

স্থান দার্জিলিং। ছোট একখানা বাড়ীব বিলিতী ধবণে সাজানো বসবার ঘর। কাল মধ্যাহ্ন। বৈজয়ন্ত তখনো ড্রেসিং গাউন পরে মাথায হাত দিয়ে বসে ভাবছে। কত বেলা হযেছে খেয়াল নেই। হেনা ততক্ষণ বাগানে ছিল। ফুলেব তোড়া হাতে ঘরে ঢুকল।

হেনা। এই নাও।

বৈজু। বাঃ কী সুন্দর! [একটি রোডোডেনড্রন খুলে নিযে হেনার খোঁপায় গুঁজে দিল।]

হেনা। ছিঃ ও কী করছ! কেউ দেখলে কী মনে করবে!

বৈজু। সেই কথাই তো ভাবছি।

হেনা। ভাবছ? কী ভাবছ?

বৈজু। ভাবছি…ভাবছি…ভাবছি। ভাবনার কি আদি আছে না অন্ত আছে!

হেনা। শুনতে পাই?

বৈজু। শুনবে?…শুনবে?…শুনতে কি ভালো লাগবে তোমার!

হেনা। খানিকটে শুনলে বলতে পারব ভালো লাগবে কি না।

বৈজু। ভাবছি···মানুষের অকৃতজ্ঞতার কথা। বারো বছর আগে আমি যখন বার্লিনে তখন ফিরে আসার প্যাসেজ জোটাতে পারিনে। অথচ ফিরে আসা আমার চাই। নইলে হিটলার যে কোনো দিন যুদ্ধ বাধাবে, আমাকে আটক করবে কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পে। বাবাকে চিঠি লিখি। তিনি বলেন তিনি ইন্‌সল্‌ভেন্সী নিয়েছেন। টাকা পাঠালে ধরা পড়বেন। আর টাকাই বা কে তাঁকে ধার দেবে! যারা দিতে পারত তারা মাল খরিদ করছে, চোরা বাজারে বেচবে।

হেনা। তখন?

বৈজু। তখন রানু কেমন করে জানতে পায়। একটি কথা না বলে গা থেকে গয়না খুলে নিয়ে বন্ধক দেয়। আমি তো ধরে নিয়েছিলুম বাবা পাঠিয়েছেন বেনামীতে। দেশে ফিরে এসে দেখি দেবী আমার নিরাভরণা। সেইজন্যেই তো ওকে এত ভালোবাসি।

হেনা। শুনে সুখী হলুম।

বৈজু। তার পর দেশে ফিরে এসে বন্ধক ছাড়িয়ে আনি। কিন্তু এমনি আমার বরাত! খনিতে হলো য়্যাকসিডেণ্ট। অমন তো কত হয়। এঞ্জিনীয়ার জখম হয় কখনো! আমার বেলা যত রাজ্যের গ্রহনক্ষত্রের চক্রান্ত। যমে মানুষে টানাটানি। যমের হাত থেকে আমাকে ছিনিয়ে আনল কে?

আমার সাবিত্রী। আমার রান্নু। সেইজনেই তো ওকে এত—

হেনা। ভালোবাসো। আনন্দ হয় শুনে।

বৈজু। কেন? এই তো সেদিন। পানিবসন্ত হলো আমার। কী সেবাটাই না করল রান্নু! সামান্য পানিবসন্ত। সেবাটা কিন্তু রাজকীয়। যেন রাজার অসুখ। রাজযক্ষ্মা।

হেনা। ছিঃ অমন কথা মুখে আনতে নেই। তা ছাড়া যার উদ্দেশে এসব বলা হচ্ছে সে তো কান পেতে শুনছে না। সে এখনো বাড়ী ফেরেনি।

বৈজু। আরে না, না। তার কাছে আমার মুখ পুড়ে গেছে। কোন মুখে বলব! তোমাকেও কি বলতুম! তুমি জানতে চাইলে কী ভাবছি। তাই বলতে হলো।

হেনা। থাক, তোমার ভাবনা তোমারই থাক। রান্নুর জন্যে তুলে রাখতে পারো।

বৈজু। হেনা, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমার কথাও ভাবছি। কিন্তু সে কথা বলবার আগে এ কথা শেষ করে দিই।

হেনা। কী কথা?

বৈজু। বলছিলুম যার কাছে কৃতজ্ঞতায় মাথার চুল বিকিয়ে গেছে তার সঙ্গে—তার মতো দেবীর সঙ্গেও—কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে!

হেনা। বিশ্বাসঘাতকতা কি তুমি ঐ একজনের সঙ্গেই করেছ? আরেক জনের সঙ্গে করনি? ভেবে ছাখ। যে

মুহূর্তে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে সেই মুহূর্তে আমার সঙ্গেও করলে।

বৈজু। তাই কি?

হেনা। হাঁ, তাই। দূর থেকে তোমাকে পূজা করে এসেছিলুম এই দশ বৎসর। কোনো দিন জানাইনি। সেই য়্যাক্সিডেন্টের সময় প্রথম দেখা। আর কাউকে বিয়ে করিনি, করলে স্বামীকে ভালোবাসতে পারতুম না, অপরাধ হতো। কে চেয়েছিলো দার্জিলিং আসতে? কে চেয়েছিলো গ্যাংটক যেতে? আমি না। তবে কেন অমন অঘটন ঘটলো? কেন অমন অঘটনের সুযোগ নিয়ে অবিশ্বাসের কাজ করলে? এখন আমি করি কী? কোথাই দাঁড়াই? যদি সন্তান আসে আমি তো তাকে ফিরিয়ে দিতে পারব না, ফেলে দিতে পারব না।

বৈজু। তা হলে তো আমি বর্তে যাই। তা হলে তো আমি নির্মল বিবেক নিয়ে তোমাকে বিয়ে করি। তখন আর এটা পাপ বলে মনে হবে না। এ আমার সন্তানলাভের হেতু।

হেনা। সন্তান চাও তুমি?

বৈজু। কে না চায়?

হেনা। সত্যি বলছ?

বৈজু। সত্যি সত্যি তিন সত্যি।

হেনা। রাম্নুর সন্তান হয়নি বলে তোমার মনে আফসোস্ ছিল?

বৈজু। খুব ছিল। তা বলে আমি আবার বিয়ে করার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

হেনা। এখন না হয় তোমার সমস্যার সমাধান হলো। ওর সমস্যার সমাধান হবে কী করে ? ও কি মা হতে চাইবে না ? আমাকে বিয়ে করে তুমি কি ওর সন্তানলাভের হেতু হবে ভেবেছ ?

বৈজু। তা-না-না-না-হাঁ-না।

হেনা। ওটা কি একটা উত্তর হলো ? তোমার সামনে দুটিমাত্র পছন্দ। আমাকে যদি বিয়ে কর রান্নুর কাছে ফিরে যেতে পাবে না। এ গেল একটা।

বৈজু। আর একটা ?

হেনা। আর একটা হচ্ছে আমাকে বিয়ে না করা। যা হবার তা তো হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বার হবে না। সন্তান যে আসবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই, এলেও তোমার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আমি হাসপাতালের কাজ নিয়ে পাকিস্তানে চলে যাব, বিধবা বলে পরিচয় দেব। কেই বা আমার বিয়ের সার্টিফিকেট দেখতে চাইবে ? হিন্দুর বিয়েতে সার্টিফিকেট কোথায় ?

বৈজু কী ভীষণ দোটানায় ফেলেছ তুমি আমায় !

হেনা। তুমিও আমায়। তোমার যা শরীর তার জন্যে নিত্য হেফাজত চাই। রান্নু এর কী জানে ! সে তো পাশ-করা নার্স নয়। তাই কথায় কথায় আমাকে ডেকে পাঠায়। আমি পয়সা

নিইনে। কী করে নিই! সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তার আপদে বিপদে আমি না দেখলে কে দেখবে! বেচারি সরল মানুষ। বোঝে না যে আরো একটা কারণ আছে। আমি আসি নিজের প্রিয়জনকে সারিয়ে তুলতে। বাঁচাতে। কোনো দিন কি স্বপ্নেও ভেবেছি এই আমার স্বামী হবে এক দিন! এখন মনে হবে স্বার্থের জন্যে করেছি।

বৈজু। হাঁ, তুমিও আমাকে ঋণের শিকলে বেঁধেছ। রানু আমার সেবা করেছে, তুমি করেছ শুশ্রূষা। আরো কত বার তোমার শুশ্রূষার দরকার হবে কে জানে! যা শরীর আমার! একটা না একটা লেগেই আছে! ভাগ্যিস্ কিছু জমাতে পেরেছি। নেহাৎ যদি অকর্মণ্য হই তা হলে ইনভ্যালিড পেনসন তো পাবই। এবার শুধু যে হাওয়া বদলের জন্যে এখানে এসেছি তা নয়। শুনেছি আজকাল এখানে জলের দরে বাড়ী বিক্রী হচ্ছে। একখানা কিনে ফেলি। কী বলো!

হেনা। সে তুমি জানো আর তোমার রানু জানে। আমার কপালে পাকিস্তান নাচছে। রণদা সাহার হাসপাতাল।

বৈজু। আচ্ছা, এবার তা হলে তোমাকে একটা গোপন কথা বলি।

হেনা। কী কথা?

বৈজু। ভালোবাসাটা একতরফা ছিল না।

হেনা। মানে রানুর সঙ্গে তোমার ভালোবাসা?

বৈজু। না গো না। হেনার সঙ্গে আমার ভালোবাসা।

হেনা। এটা বানানো। তিন দিন আগেও আমি এর আঁচ পাইনি।

বৈজু। পাবে কী করে? রানু ছিল সব সময় সামনে বা কাছে।

হেনা। ওমা!

বৈজু। ও যে কী মনে করে তোমাকে আমার সঙ্গে গ্যাংটক যেতে দিল ওই জানে। বোধ হয় য়্যাকসিডেণ্টের ভয়ে। নিজে গেল না, পাহাড়ী পথে মোটরে ওর গা বমি বমি করে। সেইজন্যেই তো ও পাহাড়ে আসতে চায়নি। কিন্তু সস্তায় বাড়ী কেনার খেয়াল ওকেও পেয়ে বসেছে। এই গ্যাখ না, সকাল থেকে আজ বাড়ী দেখতে বেরিয়েছে। এত হাঁটতেও পারে। এর মধ্যেই ভাব করে ফেলেছে প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে। গেল বছর রাস্তাঘাট ভেঙে যাবার পর থেকে তাঁরাও তো নিঃসঙ্গ।

হেনা। না, রানুর মতো মেয়ে আর হয় না। এমন বধূ কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। এখন আমার সমস্যা হচ্ছে কী বলে তোমায় ডাকি। আর তোমাকে বৈজুদা বলা যায় না। দাদার মতো বিশ্বাস রক্ষা করনি। যদি জানতুম এক দিন ঘটনাচক্রে একটা ভুল করে ফেলেছ তা হলে ক্ষমা করতুম হয়তো। কিন্তু তুমি বলছ তুমি আমাকে এত কাল ভালোবেসে এসেছ, শুধু জানাবার সুযোগ পাওনি।

বৈজু। কথাটা মিথ্যা নয়।

হেনা। অতি অদ্ভুত কথা! একই সঙ্গে দু'জনকে

ভালোবাসবে। তাও বিবাহিত অবস্থায়! আচ্ছা, এই যে রান্নু বেড়াতে বেরিয়েছে—আচ্ছা, ও যদি কোথাও রাত কাটিয়ে ফেরে তা হলে তুমি কী কর?

বৈজু। কে! রান্নু! সর্বনাশ!

হেনা। সর্বনাশ কেন? তা হলেই যে ওর সন্তানসাধ মিটতে পারে। পাপ নয়। সন্তানলাভের হেতু।

বৈজু। না, না। শুনতে চাইনে। চাইনে। ওঃ আমার হয়তো আবার একটা শক্ত অসুখ বাধবে। রান্নু সারা রাত সারা দিন কাছে কাছে থাকবে, চোখে চোখে থাকবে। ওকে আমি বাইরে যেতে দেব না। দেব না।

হেনা। হয়েছে! এই তোমার ভালোবাসা! আমি জানতুম। আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক শুধু একটু মুখ বদলানোর জন্যে। হাওয়া বদল নয় তো, মুখ বদল।

বৈজু। ছি ছি! আমাকে তুমি এত ছোট ভাবলে! ভাবতে পারলে! সেদিন যা ঘটেছে সে কি শুধু কায়িক ঘটনা! মনের পরশ, হৃদয়ের ছোঁওয়া পাওনি তাতে! শ্রদ্ধার পরিচয়, সম্ভ্রমের পরিচয়!

হেনা। পেয়েছি। সেইজন্যেই আমি ছোট হয়ে যাইনি। তোমাকেও ছোট মনে করিনি। ওটা আমাদের বিয়েই বটে। গান্ধর্ব মতে।

বৈজু। আমিও তাই বলি। তুমি আমার বিবাহিতা পত্নী।

হেনা। তা হলে রান্নু তোমার কী?

বৈজু। সেও তাই।

হেনা। রানু আমার কী?

বৈজু। রানু তোমার —

হেনা। বলো, বলো —

বৈজু। রানু তোমার বন্ধু।

হেনা। রানু আমার বন্ধু ছিল। এখন তা নয়। আবার বন্ধু হবে যদি আমাকে আমার স্বামী ছেড়ে দেয়।

বৈজু। তা কি কেউ পারে!

হেনা। তা হলে রানু থাক তার স্বামী নিয়ে। আমি যাই আমার ভাগ্য নিয়ে।

বৈজু। হেনা, তুমি আমাকে ভালোবেসে এসেছ দশ বছর। কিন্তু বুঝতে পারলে না এক দিনও। তুমি ভাবছ আমি একটা উভচর জীব।

হেনা। অবিকল তাই। তুমি লাখ কথার এক কথা বলেছ। উভচর। তোমার সমাজ আছে। সমাজের জন্যে একটি স্ত্রী চাই। তোমার শরীর আছে, শরীরের জন্যে একটি নার্স চাই। ওকে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছ। আমাকে মন্ত্র দিয়ে মুগ্ধ করেছ।

বৈজু। তোমাকেও আমি মন্ত্র পড়ে বিয়ে করব, হেনা। সমাজের চোখে তুমিও আমার স্ত্রীর মর্যাদা পাবে। তখন রানুও বাধ্য হবে তোমাকে আমার সঙ্গে থাকতে দিতে।

হেনা। আমার সঙ্গে তুমি থাকলে রানু থাকবে কার সঙ্গে? তাকে চোখে চোখে রাখবে কে?

বৈজু। সেটা একটা সমস্যা বটে। আমি দোটানায় পড়েছি। আমাকে সময় দাও ভাবতে।

হেনা। বেশ তো। নাও যত খুশি সময়। কিন্তু রানুর অসাক্ষাতে আর আমার সঙ্গে মেলামেশা কোরো না। এই লুকোচুরি আমার দু'চক্ষের বিষ। এতে আমাকে ছোট করে। তোমাকেও।

বৈজু। হেনা -

হেনা। আমার হাত ছেড়ে দাও। আমি যাই। ছিঃ। তোমার লজ্জা করে না! দাও ছেড়ে আমাকে। ছেড়ে দাও, বলছি। তুমি কি ভেবেছ তোমার গায়ে জোর বেশি? ভুলে যাচ্ছ এখনো তুমি কনভ্যালেসেণ্ট। সেইজন্যে তোমার সঙ্গে জোরজার করিনে। অত সহজে হার মানি। [কোলের কাছে বসল।]

বৈজু। হার আমার কাছে মানবে কেন? মানবে প্রেমের কাছে।

[রানুর প্রবেশ। হেনা তৎক্ষণাৎ সরে গেল]

রানু। ওমা! ও কী! মানিকজোড়!

বৈজু। এই যে, রানু, এসো। তোমার কথাই হচ্ছিল।

রানু। আমার কথা নয়। প্রেমের কথা, বলো।

বৈজু। একই কথা। তুমিই আমার প্রেম।

রানু। বটে। কয়েক দিন থেকে লক্ষ্য করছি, বুঝে উঠতে পারছিনে কী ব্যাপার। কেন এমন অর্থপূর্ণ ভাবে এরা

তাকায় ! কী আছে এদের মনে ! ষোলো বছরের স্বামী, বিশ বছরের সখী। এরা কি আমাকে ধোঁকা দিতে পারে কখনো ! খারাপ দিকটা সব প্রথমে মাথায় আসে না। মাথায় ঢোকে সব শেষে। পাঁচ মিনিট আগেও বুঝতে পারিনি।

বৈজু। তা বলে ওই নিয়ে মাথা খারাপ কোরো না, লক্ষ্মীটি। সন্দেহ থেকে এ জগতে বহু অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে। তোমার তো কথায় কথায় সন্দেহ।

রানু। সন্দেহ কি সাধে করি ! করতে ভালো লাগে আমার ! সন্দেহ করি, সন্দেহ করি বলে বার বার খোঁচাতে। তাই ভাবলুম প্রমাণ করে দেখাব যে আমি সন্দেহপরায়ণ নই, আমি বিশ্বাসপরায়ণ। আমি আমার স্বামীকে বিশ্বাস করে পরের হাতে ছেড়ে দিতে পারি। নইলে আমার এমন কী দায় পড়েছিল সারা সকালটা গোরু খোঁজার মতো করে বাড়ী খোঁজার ! এখন হলো তো ! বিশ্বাসের মর্যাদা রাখলে তো !

বৈজু। আচ্ছা, শালীর সঙ্গে দুটো রসের কথা কেউ বলে না ? এটা এমন কী একটা নতুন কথা হলো ! তোমার বোনদের নিয়ে কত রঙ্গরস করেছি। ভুলে গেলে ?

রানু। হেনা কবে থেকে তোমার শালী হলো ? এইটেই একটা নতুন কথা। ওরে হেনা, তুই কি ওঁর শালী হয়েছিস্ ?

হেনা। না, রানু, আমি ওঁর গান্ধর্ব বিবাহের পত্নী।

রানু। কী ! কী ! কী বললি ! ওঃ ! ওঃ ! এতক্ষণে মালুম হলো ! [গড়িয়ে পড়ল।]

বৈজু। ধরো, ধরো। মানুষটা মারা যাবে। যাও, যাও, জল নিয়ে এসো। [হেনা গেল।]

রানু। হা ভগবান! [প্রায় মূর্ছা যাবার মতো।]

[বাইরে থেকে]

শিশির। ওহে বৈজু। বাড়ী আছ হে! ওহে বৈজু। অত গোলমাল কিসের?

[ব্যাগ হাতে শিশিরের প্রবেশ]

শিশির। কী! হয়েছে কী! ফিটের ব্যারাম তো ওর ছিল না। এখানে এসে হয়েছে বুঝি! দেখি ওর নাড়ীটা দেখি। না, ও কিছু নয়। রানু, এই দ্যাখ, আমি এসেছি। শিশিরদা। অনেক নতুন গান এনেছি তোর জন্যে। পাড়া কাঁপিয়ে গাইব। শেষকালে ল্যাণ্ডস্লিপ না হয়!

[হেনা জল নিয়ে এলো। কয়েকটা ওষুধ।]

রানু। শিশিরদা, আমি বাঁচব না।

শিশির। আমি তোকে গান দিয়ে বাঁচাব।

রানু। না, না, আমি বাঁচব না। বাঁচব না, শিশিরদা। আমি বেঁচে থাকতে এদের বিয়ে হবে না। এদের বিয়ে দিয়ো, শিশিরদা। গান্ধর্ব বিবাহ তো সমাজে চলে না।

শিশির। ও কী! ও কী বলছিস্, রানু! বৈজু, হেনা, এসব কী শুনছি রে!

বৈজু। আমাকে ক্ষমা করো, রানু।

হেনা। আমার কি ক্ষমা আছে! আমাকে বিদায় দে, রানু!

রানু। হেনা, আমি চলে গেলেও সংসার চলবে, কিন্তু তুই চলে গেলে অচল হবে, ভাই। তুই থাক। আমি যাই।

হেনা। তা কি হয়! তোর সুখের সংসার ধ্বংস করে কার সংসার সচল রাখব আমি! আমি যাই, তৈরি হই। ছুটোর সময় শিলিগুড়ির মোটর। [হেনার প্রস্থান।]

বৈজু। আরে আরে! তুমি চললে নাকি! শোন, শোন।
[বৈজুর প্রস্থান।]

শিশির। কী হয়েছে, রানু? আমার কাছে লুকোস্‌নে। ডাক্তারের কাছে রোগ লুকোতে নেই। আমি মনের ডাক্তার। তা তো জানিস্।

রানু। আমি কি সব কথা জানি! হাওয়া বদলের জন্যে যখন পাহাড়ে আসা স্থির হয় উনি বললেন একা আসবেন। আমি বললুম তুমি এখনো কনভ্যালেসেণ্ট। তোমার সঙ্গে একজনের যাওয়া দরকার। আমি যাব। বললেন, আমাকে তোমার এত সন্দেহ কেন? লেপচা সুন্দরীরা আমার মনোহরণ করবে বলে? এ. রকম কথা এই প্রথম নয়, শুনে শুনে বিরক্তি ধরেছিল। আমার জানাশুনার মধ্যে সব চেয়ে নিরাপদ মেয়ে ছিল হেনা। দেখতে ভালো নয়। সেইজন্যে বত্রিশ বছর বয়সেও বিয়ে হয়নি। অতি সৎস্বভাব। ছেলেবেলা থেকে আমার বন্ধু। নার্সের কাজ করে। ওটা অবশ্য শখ।

হেনাকেই বললুম আমাদের সঙ্গে চেঞ্জে আসতে। তারও চেঞ্জের দরকার ছিল। এখানে আসার পর কর্তার কী এক খেয়াল চাপল। বাড়ী কিনবেন। ওঁকে তা বলে বেরোতে দেওয়া যায় না। আমিই বাড়ী দেখে বেড়াই। উনি থাকেন নার্সের জিম্মা। কোনো দিন যদি বাড়ী দেখা বন্ধ রাখি অমনি শুনিয়ে দেন, এত সন্দেহ কেন ?

শিশির। হুঁ! তার পর ?

রাণু। একটু শক্তি ফিরে পেয়ে বলতে আরম্ভ করলেন সিকিম বেড়িয়ে আসবেন। এক দিনের যাতায়াত। আমার বমি পায় চড়াই উৎরাই করতে - মোটরে। কী করে সঙ্গে যাই ? কী করেই বা একা যেতে দিই ! বলে বসলেন, এত সন্দেহ কেন ? সিকিমী মেয়েরা সুন্দরী বলে ? শুনে আমার মাথা বিগড়ে গেল। মহত্ত্ব দেখাবার জন্যে হেনাকে সঙ্গে দিলুম। পথের মধ্যে অসুখ করলে নার্স চাই তো। হেনা ওজর আপত্তি করে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেল। এখন বুঝতে পারছি ওটা অভিনয়। উনিও মন্দ অভিনয় করেননি। আহা, তখন যদি টের পেতুম। আমার কুষ্ঠীতে লিখেছে পশ্চাদ্‌বুদ্ধি।

শিশির। তার পর ?

রাণু। গ্যাংটক থেকে সন্ধ্যাবেলা এদের ফেরার কথা। তার এলো, ধ্বস নেমে রাস্তা বন্ধ। কী দুর্ভাবনায় যে রাতটা কাটল আমার ! কিন্তু সব রকম দুঃসম্ভাবনার কথা ভাবলেও

সব চেয়ে খারাপটা আমি ভাবিনি, ভাবতেই পারিনি। পরের দিন ওরা ফিরল ঠিকই। কিন্তু যাবার সময় যে চেহারা নিয়ে গেছল ফেরবার সময় সে চেহারা নিয়ে ফেরেনি। কেমন একটা লাজুক লাজুক ভীতু ভীতু ভাব। চোরা চাউনি চোখে। উত্তেজিত ভাবে কথা বলে। কথার তোড়ে চাপা দিতে চায় কী এক রহস্য। আমার কল্পনার দৌড় বেশি দূর নয়। আমি অবাক হয়ে ভাবি। সব চেয়ে যেটা কুৎসিত সেটা কিন্তু আমার মাথায় ঢোকে না। তোমার আসার একটু আগে হেনা মুখ ফুটে স্বীকার করল ওদের গান্ধর্ব বিবাহ হয়েছে। তা শুনে আমি মনে মনে বললুম, মা ধরণী, তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার কোলে আশ্রয় নিয়ে বাঁচি। কেন আমাকে বাঁচাতে এলে, শিশিরদা! [কান্না।]

শিশির। কাঁদিস্‌নে, বোন। শান্ত হ। আমি যখন এসে পড়েছি উপায় একটা হবেই। আর কোনো উপায় খুঁজে না পেলে আমার হোটেলে নিয়ে যাব তোকে। আমার জিনিসপত্তর পড়ে আছে হোটেলে। ভেবেছিলুম স্নান আহার সেরে আসব, সারা দিন থাকব তোদের সঙ্গে, কিন্তু শুনলুম রান্নার দেরি আছে। চলে এলুম গানের স্বরলিপিগুলো দিয়ে যেতে। দশ মিনিটের জন্যে আসা। তা দেখছি আমি দৈবপ্রেরিত। আমাকে একটু চিন্তা করতে দে। হুঁ। হুঁ।

রানু। তুমি যেয়ো না, শিশিরদা। তোমার সব ব্যবস্থা এইখানেই করছি।

শিশির। হুঁ। হুঁ। আচ্ছা, তুই যা। ব্যবস্থা কর। বৈজু, বৈজু কোথায় গেলে হে?

[রাহুর প্রস্থান। বৈজুর প্রবেশ]

বৈজু। আমি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলুম, শিশির। আসতে ভরসা পাচ্ছিলুম না।

শিশির। হেনা কোথায়? চলে গেছে না আছে?

বৈজু। চলে যাচ্ছিল। অনেক করে বুঝিয়ে বলায় খাওয়া দাওয়া করতে রাজী হয়েছে।

বৈজু। কিছুই স্থির করতে পারছিনে। রাহু যা বলেছে শুনেছ তো সব। দোষটা আমারই। হেনার নয়। আমি ওর অসহায়তার সুযোগ নিয়েছি। এখন আমি যদি ওকে বিয়ে না করি ওর বিয়ে হবে না কোনো দিন, অথচ—কে জানে হয়তো ওর সন্তান হবে। মানে আমারই সন্তান। বলো, শিশির, কী আমার কর্তব্য? ত্যাগ করা সোজা, পাশে দাঁড়ানো কঠিন।

শিশির। কিন্তু কেন এমন হলো? হেনার অসহায়তার সুযোগ নেবার আগে ভেবে দেখলে না কেন? তুমি তো ছেলে-মানুষ নও, তোমার বয়স হলো প্রায় চল্লিশ।

বৈজু। কী করব, বলো। মানুষ কি সব সময় সব দিক ভেবে কাজ করে? তোমাকে বলিনি, আমি নিজে জানতুম না, হেনা আমাকে দশ বছর ধরে ভালোবেসে এসেছে, আমাকে ভালোবাসে বলে অপরকে বিয়ে করেনি। আমিও কয়েক বছর হলো তার অনুরাগী। সে তার আত্মীয়ের মতো শুশ্রূষা করে

এসেছে আমার। আমিও তার শুশ্রূষা নিয়ে এসেছি আত্মীয়ার মতো। এই যাদের ভিতরকার সম্পর্ক তাদের পাহারা দিয়ে দিয়ে তুমি কতকাল আগলাবে! তুমি তো জানো, ওর দাদা ডাক্তার, ওদের অবস্থা ভালো। বিয়ে করতে রাজী হলে কবে বিয়ে হয়ে যেত, আমার চেয়ে কত যোগ্য পাত্র জুটত! ও যদি আমার জন্যে দশ বছর ধরে তপস্যা করে থাকে ওর তপস্যার কি কোনো ফল নেই? আর আমি! আমার কি সব সাধ মিটেছে? রানু কি আমার পিতৃত্বের সাধ মিটিয়েছে?

শিশির। হুঁ। তা তুমি যখন সমস্ত জেনেশুনে এ কাজটি করেছ তখন তুমিই প্রস্তাব করো তুমি কী করতে চাও, আমি রানুকে বলে দেখি। হেনাকেও। আমার নিজের যদি কোনো প্রস্তাব থাকে সেটা পরের কথা। সেটা সব শেষে।

বৈজু। হেনাকে আমি বিয়ে করতে চাই, শিশির।

শিশির। হেনা রাজী হবে তো?

বৈজু। হেনা রাজী হবে যদি আমি রানুর কাছে ফিরে না যাই।

শিশির। তাতে রানু কেন রাজী হবে?

বৈজু। রাজী না হলে আমাকে ডাইভোর্স করতে পারে। আমি বাধা দেব না।

শিশিব। কিন্তু হিন্দুবিবাহে তার ব্যবস্থা থাকলে তো?

বৈজু। জানি। তার জন্যে কি আমি দায়ী? না হেনা দায়ী? হিন্দু আইন তো আমাদের বিবাহের অন্তরায় নয়।

অন্তরায় একালের শিক্ষিত লোকের ন্যায়বোধ। তারা কেন বুঝেও বুঝছে না যে রানুর প্রতি যদি অবিচার হয়ে থাকে তবে তার প্রতিকার হেনার প্রতি অবিচার নয়। বরং রানুকে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকারদান।

শিশির। হিন্দুবিবাহ সেকালে রানুকেও একটা অধিকার দিয়েছিল, বৈজু। একালে সেটা কেড়ে নেওয়া হয়নি, তবে অপ্রচলিত রয়েছে। কে জানে হয়তো রানুই আবার সেটা চালু করে দেবে।

বৈজু। কী! কী অধিকার!

শিশির। রানুর বিয়ের পর ষোলো বছর কেটে গেল, এখনো সন্তান হলো না। কুন্তী বা মাদ্রী হলে কি এত দিন ধৈর্য ধরতেন! এত দিনে স্বামীর অনুমতি নিয়ে অপর কোনো পুরুষের সঙ্গে নিয়োগ সূত্রে মিলিত হতেন। তা তোমারও তো অনুমতি আছে বলে ধরে নিতে পারি। কী বলো, বৈজু!

বৈজু। না না—না—না, আমার অনুমতি আছে কবে বললুম, শিশির? কে বলেছে তোমায়? রানু?

শিশির। না, রানু কেন বলবে? আমিই বলছি। বিবাহবিচ্ছেদ যাঁরা অনুমোদন করেননি সেই ত্রিকালদর্শী ঋষিরা অনুরূপ অবস্থায় যে বিধান দিয়ে গেছেন সেটি হিন্দুসমাজে আবার চালু করতে হবে, নইলে রানুর মতো সতী স্ত্রীরাই অবিচারে ভুগবে। তাদের মাতৃত্বের সাধ মেটাবে কে?

বৈজু। আচ্ছা, আমি রানুকেও মাঝে মাঝে সঙ্গ দেব। তাতে যদি তার মা হবার সাধ মেটে।

শিশির। এখন এই চমৎকার প্রস্তাবটা একবার ওঘরে গিয়ে রানুকে শুনিয়ে দাও। আমি ততক্ষণ হেনার সঙ্গে কথা বলি।

বৈজু। বেশ। [প্রস্থান]

শিশির। হেনা কোথায় গেলি রে? কেউ কি আমাকে চা এক পেয়ালা দেবে না? গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল যে।

[হেনার প্রবেশ।]

হেনা। শিশিরদা, ডাকছিলে?

শিশির। হাঁ, ডাকছিলুম। আয়। চা কি কফি কিছু একটা দিতে হয় অতিথিকে। ভুলে গেলি?

হেনা। আমি তো এ বাড়ীর কেউ নই। আমি কে যে আমাকে বলছ!

শিশির। ওটা অভিমানের কথা হলো।

হেনা। কেন অভিমান করব না? আমার কি কোনো দাবী নেই? আমি কি কেউ নই?

শিশির। তুই কে?

হেনা। কেন? তা কি তুমি জান না? আমি শকুন্তলা।

শিশির। শকুন্তলারই মতো দশা হবে তোর।

হেনা। আমি তার জন্যে প্রস্তুত, শিশিরদা। আমি পাকিস্তানে গিয়ে হাসপাতালের কাজ নেব।

শিশির। তোর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। কিন্তু কথা বলছিস্ অর্বাচীনের মতো। আর একটি নারীর অভিশাপ কুড়িয়ে কী করে মঙ্গল হবে তোর! যাবার আগে ওর আশীর্বাদ নিয়ে যা। ও তোর বাল্যসখী। তোকে সব চেয়ে বিশ্বাস করত, এই একটু আগেও।

হেনা। [কেঁদে] ওর কাছে মুখ দেখাতে পারব না, শিশিরদা। ও কি কোনো দিন আমাকে ক্ষমা করবে! পারে কেউ! আমি হলে পারতুম! ভবিষ্যতেও কি পারব এই লোকটি যদি আমাকে বিয়ে করে আবার ওর কাছে যায়!

শিশির। আচ্ছা, হেনা, তুইই বল এখন রান্নুর কী কর্তব্য।

হেনা। আমি কী করে বলব? মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। নিজেকে নিয়ে আমি বিব্রত। না খেয়েই আমি চলে যাচ্ছিলুম। উনি আটকালেন। খাওয়া দাওয়ার পর বেরিয়ে পড়ব। ট্যাক্সিতে।

শিশির। অমন করে এড়িয়ে গেলে চলবে না। রান্নু তোর বাল্যসখী। ওর কাছে সমস্ত খুলে বল।

হেন। এ কি কাউকে বলতে পারে কেউ! আমার কি লজ্জা নেই! না তোমার বিশ্বাস তাও আমার গেছে! আমাকে তুমি কী মনে করেছ, শিশিরদা? আমি ঘৃণ্য! আমি পাপী! না?

শিশির। না, তেমন কিছু মনে করিনি। তোর কী দোষ! বৈজু দায়ী।

হেনা। তুমি ওঁর ওপর অবিচার করছ উনি পুরুষ বলে।

শিশির। তা হলে সুবিচারটা কী? কেউ দায়ী নয়? প্রকৃতির পরিহাস?

হেনা। নিয়তির। নইলে গ্যাংটক যাওয়া হবে কেন? পাহাড় ধ্বসবে কেন? ডাকবাংলায় একখানিমাত্র ঘর জুটবে কেন? কম্বলের অভাবে হাত পা জমে আসবে কেন? উত্তাপের জন্যে পাশাপাশি শুতে হবে কেন? [কেঁদে ফেলল]।

শিশির। বুঝেছি। এখন কিসে মঙ্গল হবে সেইটেই ভাবতে হবে। কিসে সকলের মঙ্গল।

হেনা। আমার দাবী আমি ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু কে জানে যদি কিছু হয় তা হলে তার দাবী সে কেন ছাড়বে? সে কি জানতে চাইবে না তার বাপ কে?

শিশির। হুঁ। ঘোবালো ব্যাপার। কেবল তিনজনের নয়, আরো একজনের মঙ্গল কিসে হবে।

হেনা। আমি তা হলে আসি, শিশিরদা। যাবার আগে দেখা করে যাব। [প্রস্থান]

শিশির। আমিও একবার ঘুরে আসি হোটেলে খবর দিয়ে। শুনছ হে, বৈজু?

[বৈজুর প্রবেশ]

বৈজু। যাচ্ছ? খাবে না এখানে?

শিশির। না, খাবার সময় তোমাদের দুজনের নিরিবিলি

থাকা দরকার। তোমার আর রানুর। হেনার খাবার অন্য ঘরে—তার নিজের ঘরে—দিতে বলো। আমি ফিরে এসে আমার মীমাংসা জানাব। [প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সেই দিন। বেলা দেড়টা। শোবার ঘরে রানু শুয়ে আছে। বৈজু তার পায়ের কাছে বসেছে।]

বৈজু। আমাকে বিশ্বাস করো। আমি অকৃতজ্ঞ নই। আমি ইচ্ছা করে তোমাকে ঠকাইনি। সব কথা শুনলে—

রানু। শুনতে চাইনে। চাইনে শুনতে। ইল্লৎ ঘাঁটতে।

বৈজু। কে জানে এই হয়তো আমাদের শেষ দেখা।

রানু। কেন? শেষ দেখা কেন?

বৈজু। হেনা চলে যাচ্ছে। আমিও চলে যাচ্ছি তার সঙ্গে।

রানু। আমাকে ছেড়ে চলে যাবে তুমি! আমি কী অপরাধ করেছি যে আমাকে ছেড়ে তুমি চলে যাবে। [কান্না।]

বৈজু। কোনো অপরাধ করনি তুমি। কিন্তু একজন কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াবে, আরেকজন যে তাকে কলঙ্কিত করেছে সে সাধু সেজে সমাজের সম্মানভাগী হবে, এটা কি ন্যায় না ধর্ম! এর পরে কি আমার শরীর সারবে ভেবেছ? শুশ্রূষা করবে কে? হেনা থাকলে তো?

রানু। তোমার মনের ইচ্ছা যদি তাই হয় তবে তাই

হোক। হেনাও থাকুক, তুমিও থাক। শুধু আমাকে অনুমতি দাও, আমি যাই।

বৈজু। তুমি যাবে কোথায়?

রানু। যেদিকে ছ'চোখ যায়। মনে কোরো না যে আমি পাশটাশ করিনি বলে একান্ত অসহায়। গান তো শিখেছি। শেখাতে পারব না?

বৈজু। পাগল যাকে বলে। গান শিখিয়ে ক'টাই বা টাকা মিলবে! তাতে তোমায় কুলোবে?

রানু। বলা যায় না। তোমার যেমন নার্স দেখলে অসুখ করে আর কারুর তেমনি গায়িকা দেখলে গান শেখার বাতিক জন্মায় হয়তো।

বৈজু। য়্যাঁ! আছে নাকি তেমন লোক তোমার সন্ধানে! রানু, সত্যি বলো। কে সে?

রানু। কী করে জানব! নিজেই জানিনে। বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখব।

বৈজু। ওঃ! তামাশা করছিলে? না, না, তোমার গান শিখিয়ে কাজ নেই।

রানু। আগে তো যাই, তার পরে ভেবে দেখব তোমার হিতোপদেশ।

বৈজু। না, রানু। যেয়ো না। তোমার জন্যে আমার অন্য প্ল্যান আছে। দার্জিলিঙে তোমার জন্যে বাড়ী কিনে

দেব। মাসে মাসে মাসোহারা পাঠাব। বাগান করবে। দার্জিলিং তো ফুলের রাজ্য। আনন্দে থাকবে।

রাম্নু। অর্থাৎ তোমার বাগানবাড়ীতে রক্ষিতার মতো বাস করব।

বৈজু। ছিঃ। অমন কথা বলতে নেই। তুমি আমার সহধর্মিণী।

রাম্নু। তা হলে হেনা তোমার কে?

বৈজু। হেনা? কী করে বোঝাব? এটা এমন একটা দুর্বার আকর্ষণ! একটা বিপরীত আকর্ষণ!

রাম্নু। হঠাৎ এ বয়সে বিপরীত আকর্ষণ কেন? আমি তোমার সন্তানকামনা মেটাতে পারিনি। কী করে এতটা নিশ্চিত হলে যে হেনা পারবে?

বৈজু। য়্যাঁ! তাই তো। তাই তো।

রাম্নু। ধরো, ষোলো বছর পরে যদি দেখ সেও আমারই মতো অক্ষম তখন কী করবে? আর একটি বিয়ে? আর একটা বাগানবাড়ী?

বৈজু। না, তা কি হয়! তা কি আমি পারি!

রাম্নু। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে অক্ষমতাটা আমার নয়, তোমার নিজের? এই ষোলো বছর তুমিই আমাকে সন্তানসুখ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছ!

বৈজু। য়্যাঁ! বল কী! বল কী! আমি! আমি অক্ষম!

রাম্নু। কে জানে তুমি কি আমি! কিংবা কেউ নয়।

যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের যোজনা হয়নি। হলে তোমারও মনস্কামনা পূরত। আমারও।

বৈজু। রান্নু, আমার মাথা ঘুরছে। থাক, যথেষ্ট হয়েছে। আমি মানছি তোমার কথাই সত্য।

রান্নু। তা হলে যেতে দাও আমাকে। আমি জানি হেনা তোমাকে হতাশ করবে এক দিন। সে দিন তুমি আবার আমার কাছে আসতে চাইবে। সেইজন্যে আমাকে হাতে রাখতে চাও। কিন্তু তোমার ও প্ল্যান আমি উলটে দেব। তুমি আমাকে সন্তানসুখ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলে, এখন স্বামীসুখ থেকেও বঞ্চিত করলে। এর পরে তোমার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক! কেন মাসোহারা নেব!

বৈজু। রান্নু, রান্নু, লক্ষ্মিটি। ভুল বুঝো না আমাকে। আমি নেহাৎ হতভাগা। কৃপার পাত্র। কিন্তু আমি ইমানদার। হেনার যে ক্ষতি করেছি তার পূরণ করতে হবে আমাকে।

রান্নু। আর আমার যে ক্ষতি করেছ তার পূরণ করতে হবে না?

বৈজু। কিন্তু রান্নু, ইচ্ছা করে কি আমি অবিশ্বাসী হয়েছি? আমাকে বলতে দাও সব কথা।

রান্নু। আমি জানি তুমি কী বলবে। পাহাড়ের ধ্বস নেমে রাস্তা বন্ধ। মোটর ফিরে গেল গ্যাংটক। ডাকবাংলায় একখানিমাত্র ঘর খালি ছিল! সঙ্গে কম্বল ছিল না। শীতে

হাত পা হিম হয়ে যাচ্ছিল। উত্তাপের জন্যে—যাক। ওসব কথা মুখে আনতে ঘেন্না করে। মনে আনতেও।

বৈজু। কী করে জানলে বলো তো? তুমি কি সর্ব্বজ্ঞ? রানু, আমাকে ক্ষমা করো।

রানু। ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু ভুলতে পারব না। তুমি হলে আমাকে ক্ষমাও করতে না। সরাসরি ত্যাগ করতে।

বৈজু। তা না—না—না। তবে কিনা—

রানু। থাক, আর ভণ্ডামি করতে হবে না। আমি ক্ষমা করলুম। এর পরে তুমি মনস্থির করো থাকবে না যাবে।

বৈজু। থাকতে পারি যদি হেনাও থাকে।

রানু। বেশ তো, হেনাও থাকুক না। কিন্তু দ্বিতীয় বার এমন ঘটনা ঘটবে না এ কথা শপথ করে বলতে পারো?

বৈজু। হেনা যদি শপথ করে আমিও করব।

রানু। তা হলে ডাক হেনাকে। ওর খাওয়া শেষ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

[বৈজুর প্রস্থান। হেনার প্রবেশ।]

হেনা। আমাকে ডেকেছিস?

রানু। বোস। কথা আছে।

হেনা। কী কথা, রানু?

রানু। তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বারো বছর বয়স থেকে। তোর মতো বন্ধু আমার কেউ নেই। মানে তিন দিন আগেও ছিল না। বিপদে আপদে কত বার তোর

সাহায্য চেয়েছি, চাইতে না চাইতে পেয়েছি। যখনি ডেকেছি পাশে এসে দাঁড়িয়েছিস্। কী নিস্‌নি। তোর কাছে আমার ঋণ জমতে জমতে পাহাড় হয়েছে। সেই পাহাড় কি শেষে ধ্বস হয়ে নামল আমার কপালে। ঋণের দায়ে আমার স্বামী-সুদ্ধ বিকিয়ে গেল! [কান্না।]

হেনা। আমাকে বিশ্বাস কর, রানু। সাহায্য যাকে বলছিস্ সে আমি নিঃস্বার্থ ভাবে করেছি। নিষ্কাম ভাবে কোনো দিন তার বদলে কিছু চাইনি, নিইনি। কাবুলীর মতো এক দিন সমূলে আদায় করব এমন কোনো অভিসন্ধি আমার ছিল না, এখনো নেই। আমি আমার ভাগ্য নিয়ে আজ একটু পরে চলে যাচ্ছি। আর কাউকে সঙ্গে নিতে চাইনে। তোর স্বামী তোর কাছেই থাক।

রানু। অনেক অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু তুই যাবি কেন? আমিই যাচ্ছি। আমি একা।

হেনা। কী মুশকিল। তুই যাবি কোন অপরাধে! অপরাধ যার সেই যাবে। তার দ্বীপান্তর।

রানু। হেনা, তোর সঙ্গে ঝগড়া করা আমার সাজে না। আমি সত্যি ঋণী।

হেনা। বন্ধু কি বন্ধুর কাছে ঋণী হয় কখনো? তুই যে ও কথা বলতে পারলি এর থেকে বোঝা যাচ্ছে তুই আর আমাকে বন্ধু ভাবিস্‌নে। আমি তোর শত্রু। না রে?

রানু। তুই যদি আমার অবস্থায় পড়তিস্ আর আমি পড়তুম তোর অবস্থায় তা হলে কী ভাবতিস্ ?

হেনা। বুঝি তোর কষ্ট। কিন্তু বিশ্বাস কর, যা ঘটেছে তা আমার ইচ্ছায় ঘটেনি। কার ইচ্ছায় ঘটেছে তাও ঠিক জানিনে। কেমন করে যে কী হয়ে গেল! দেখতে দেখতে গাড়ীচাপা পড়ার মতো। রানু, এটাও একটা য়্যাকসিডেণ্ট। তবে এর সাজা আছে। আমি সাজার জন্যে তৈরি।

রানু। আচ্ছা, হেনা, আমি তোকে ক্ষমা করছি। কিন্তু তুই আমাকে কথা দে আর অমন কোনো য়্যাকসিডেণ্ট ঘটবে না। তা হলে তুই যেমন ছিলি তেমনি থাকতে পারবি। যেতে হবে না তোকে বা তাকে বা আমাকে। বিশ্বাস ফিরে আসবে আবার। বন্ধুতাও।

হেনা! রানু, আমার সাধ্য থাকলে আমি কথা দিতুম, নিশ্চয় দিতুম। কিন্তু যে নারী প্রেমে পড়েছে তার সাধ্যেরও তো একটা সীমা আছে। দশ বছর কি বড় কম সময়! যৌবনের সবটাই তো গেল প্রতীক্ষায়। আর ক'টা দিন বাকী আছে, বল! জানি তোর উপর অন্যায় করা হচ্ছে। কিন্তু সে কি আমার দোষ, না প্রেমের দোষ! প্রেম যে অন্ধ!

রানু। সত্যি ভালোবাসিস্ ?

হেনা। ভালোবাসিনে? কিসের আকর্ষণে আসি তোর বাড়ীতে? কেন শুশ্রূষা করি বিনি পয়সায়? বন্ধুত্বের খাতিরে? বন্ধুত্ব কি একতরফা হয়? তুই ক'বার গেছিস

আমার বাড়ী ? ক'বার হাত বুলিয়ে দিয়েছিস আমার গায়ে, আমার মায়ের পায়ে ?

রানু। ভালোবাসতিস্ ? সত্যি ?

হেনা। ভালোবাসা কথায় বোঝানো যায় না। বোঝাতে হয় কাজে !

রানু। ভালোবাসতিস ? সত্যি ? এ যে বিশ্বাস হয় না, হেনা।

হেনা। বিশ্বাস করা না করা তোর মর্জি। বিয়ে করলে লোকে অধিকারসচেতন হয়। কেবলি ভাবে আমিই অধিকারী। আমি ভালোবাসছি কি না তাতে কিছু আসে যায় না। আর কেউ ভালোবাসলেই সেটা হয় অনধিকারচর্চা। তাই অবিশ্বাস্য।

রানু। অধিকারসচেতন হয় সেটা ঠিক। কিন্তু কর্তব্যসচেতনও তো হয়। আমি কি কোনো দিন কর্তব্যে হেলা করেছি ? ভালোবাসার কমতি করেছি কোনো দিন ?

হেনা। না, সে কথা আমি বলব না। আমি বলব তোর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে এটা তোকে একটা অধিকার দিয়েছে, আমাকে দেয়নি। বিয়ে না হয়ে থাকলে তুই হয়তো ওকে ভালোই বাসতিস্‌নে। আমি কিন্তু ওকে সমানে ভালোবাসতুম। অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন বাদ দিয়ে ভাবতে পারবি ? পারলে দেখবি তোর ভালোবাসা নিখাদ নয়। আমার ভালোবাসা নিখাদ।

রানু। আমি বিশ্বাসই করব না যে তুই ভালোবাসতিস্।

হেনা। কী করে করবি! তা হলে তোর দাবী দুর্বল হয়ে যায় যে। তুই ওর স্বত্বাধিকারী। তোর সর্বস্বত্বসংরক্ষিত। তোর ধারণা আমি যা নিয়েছি চুরি করে নিয়েছি বা ক্রোক করে নিয়েছি। ভালোবাসা দিয়ে নিইনি।

রানু। এ বিশ্বাস শুধু আমার নয়। প্রত্যেক স্ত্রীর। তোরও, যদি বিয়ে হয়ে থাকত তোর।

হেনা। বিয়ের সম্বন্ধ অনেক বার এসেছে। বিয়ে করব না বলে ঘুরিয়ে দিয়েছি। এখনো কি করতে চাই? যদি করি সন্তানের মুখ চেয়ে করব। যদি সন্তানের আগমনী শুনি।

রানু। তার জন্যে দ্বিতীয় বার য়্যাকসিডেণ্ট হবে না তো? কথা দে।

হেনা। না, আর য়্যাকসিডেণ্ট নয়। কিন্তু বিয়ে যদি এক বার হয় তার পরে আমার অধিকার আমিও বুঝে নিতে জানি। যেমন করে পারিস্ বিয়ে বন্ধ কর।

রানু। এটা তোর মনের কথা তো?

হেনা। হ্যাঁ, রানু। আমার মনের কথা। তুই ওকে পাগলা গারদে পাঠাতে পারিস্, জেলখানায় পুরতে পারিস্, ঘরে রেখে নজরবন্দী করতে পারিস্, যেটা তোর খুশি। কিন্তু এক বার যদি ও ছাড়া পেয়ে আমাকে তাড়া করে তা হলে বিয়ে ঠেকানো আমার সাধ্য নয়, তোরও না।

রানু। বিয়ের পরে কী হবে তার জন্যে আমি ভাবিনে,

কারণ তখন হয়তো আমি থাকব না। কিন্তু বিয়ের আগে দ্বিতীয়বার না হয়। কথা দে। দিলি ?

হেনা। দিয়েছি তো।

রান্থ। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। তা হলে তুই আরো কয়েক দিন থাকতে পারিস্।

হেনা। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। আমি আর এক ঘণ্টাও থাকব না।

রান্থ। তবে তুই চললি ? সত্যি চললি ?

হেনা। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল তো ?

রান্থ। কী যে বলিস্ !

হেনা। আচ্ছা, এখন আমি যাই। গোছানো বাকী।

[হেনার প্রস্থান। বৈজুর প্রবেশ।]

বৈজু। তার পর ?

রান্থ। হেনা শপথ করেছে। এবার তুমি করো।

বৈজু। হেনা শপধ করেছে ? য়্যাঁ !

রান্থ। বিশ্বাস হচ্ছে না ? তবে হেনাকে ডাকব ?

বৈজু। না, না, ডাকতে হবে না। তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি।

রান্থ। তা হলে শপথ করবে ?

বৈজু। একজন করলেই আরেক জনের করা হয়ে গেল। এক হাতে তালি বাজে না।

রান্থ। না, তোমাকে ঠিক ওরই মতো শপথ করতে হবে।

বৈজু। এটাও এক রকম বিয়ের মন্ত্র নাকি। তুমি আমাদের পুরুত ঠাকুর ?

রানু। তা হলে শপথ তুমি করবে না ?

বৈজু। করব না কখন বললুম ? করছি, কিন্তু তার আগে তোমাকে বলি। আমি আবার অসুখে পড়ব। সে অসুখ এমন অসুখ যে নার্স না ডাকলে সারবে না। আর সে নার্স এমন নার্স যে প্রাণহীন প্রেমহীন কর্তব্য করে যাবে না। ভালোবাসবে। ভালোবাসা জাগাবে।

রানু। ওঃ! তাই নাকি! তা হলে অসুখেই তোমার সুখ।

বৈজু। হাঁ, রানু। অসুখেই আমার সুখ। যদি না সুখের অন্য উপায় থাকে।

রানু। অন্য উপায় আছে।

বৈজু। কী উপায়!

রানু। হেনাও থাকবে, তুমিও থাকবে। থাকব না শুধু আমি। তোমাকে এক ঘণ্টা সময় দিলুম।

বৈজু। সর্বনাশ! তুমি যাবে কোথায়!

রানু। যেদিকে দু'চোখ যায়। ধরো, শিশিবদার হোটেলে।

বৈজু। স-ব্ব না-শ! শহরের লোক বলবে কী!

রানু। বললে আমাকেই বলবে, তোমাকে তো বলবে না ?

বৈজু। তোমার অপযশ আমার গায়ে লাগবে না ? আমার মাথা কাটা যাবে না ?

রানু। আমি আত্মহত্যা করলে কি তোমার সুযশ হবে?

বৈজু। আত্মহত্যা!

রানু। ওটা সর্বনাশ নয়! ওতেই তোমার সুবিধে! না?

বৈজু। ছিঃ। যা তা বলতে নেই। রানু, তুমি দেবী। তোমাকে আমি মনে মনে পূজা করি।

রানু। আচ্ছা, তুমি দেবীর কাছে কী প্রত্যাশা করো? কোনো দেবী যদি তোমার ঘরণী হতেন—লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা কালী—তা হলে কি তিনি এই ঘটনার পর এক দণ্ড তিষ্ঠোতেন? আমি তাতেও রাজী। এমন কি আমি হেনাকেও ঠাঁই দিতে রাজী। কেবল তুমি একবার আমার গা ছুঁয়ে শপথ করো যে দ্বিতীয় বার অমন ঘটনা ঘটবে না।

বৈজু। কিন্তু যা ঘটে গেছে তার ফলে যদি হেনা বিপন্ন হয়—

রানু। তা হলে তার সন্তানের স্বীকৃতির জন্যে তাকে বিয়ে করতে পারো, কিন্তু আত্মসুখের জন্যে তার অঙ্গস্পর্শ করবে না। তার সুখের জন্যে তো নয়ই।

বৈজু। বাড়ীর বাইরে গিয়েও না?

রানু। বাড়ীর বাইরে গিয়েও না। তুমি হলে বাড়ীর মাথা। তুমি বাড়ী না থাকলে বাড়ীই থাকে না। আমি কোথায় থাকি তা হলে?

বৈজু। বাড়ী থাকবে না কেন? বাড়ী তো প্রত্যক্ষ সত্য।

রানু। না। বাড়ী হচ্ছে একটা আইডিয়া। একটা

সৃষ্টি। ইংরেজরা যাকে বলে হোম। কথায় কথায় তাদের হোম ভেঙে যায়। তার মানে কি ইট-কাঠের বাড়ী ভেঙে যায়? ভেঙে যায় স্বপ্ন। ভেঙে যায় সৃষ্টি। তুমি যদি বাড়ীর বাইরে গিয়ে যা খুশি কর তোমার আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল, জেনো। তুমি তোমার নতুন স্বপ্ন নিয়ে থাকবে। আমি থাকব কোন স্বপ্ন নিয়ে?

বৈজু। আমি একদিন ফিরে আসতে তো পারি।

রানু। তা হলে ওকেও হারাবে। আমাকে তো হারালেই।

বৈজু। এ কী সঙ্কট! কী সঙ্কট! নদীর এক কূল গড়লে আরেক কূল ভাঙবে? দু'কূল একসঙ্গে গড়বে না?

রানু। না।

বৈজু। ভাঙা কূল তো আবার গড়ে শুনি।

রানু। ভুল শুনেছ। যা গড়ে তা অন্য জিনিস। ভাঙা হৃদয় কিছুতেই জোড়া লাগে না।

বৈজু। তুমি দেবী, তুমি দয়া করলে তাও সম্ভব। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমার নামে লিখে দিচ্ছি। ভবিষ্যতের অর্জনের অর্ধেক তুমি পাবে। তুমি দেবীর মতো মন্দিরে বিরাজ করবে।

রানু। আর তুমি পূজারীর মতো মাঝে মাঝে এসে ফুল নৈবেদ্য দিয়ে যাবে। তার পর ছুটবে আরেক দেবীর অর্চনা করতে। বোধ হয় একই মন্দিরের অপর প্রকোষ্ঠে।

বৈজু। রানু, তুমি বড় অযৌক্তিক। নিজের দিকটাই দেখবে। আর কানো দিকে দৃষ্টি নেই।

রানু। বেশ, তাই। কিন্তু অমন করে পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না। শপথ করো।

বৈজু। ঐ যে বললুম। একজন শপথ করলে আরেক জনের শপথ করা হয়ে যায়।

রানু। তা হলে আমার স্থিতি এক ঘণ্টা। দেবীদের তো বিসর্জনও হয়।

বৈজু। তুমি চললে? সত্যি চললে?

রানু। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। না?

বৈজু। কী যে বল! আমি ভেবে মরছি কী করে দু'কূল রাখব। আর তুমি ভাবছ আমি আহ্লাদে আটখানা। তা কোথায় উঠবে? হোটেলে? বিলটা আমার নামে আসবে তো।

রানু। না, তোমার নামে কেন? তোমার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক! সমাজের চোখে তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী। কিন্তু হৃদয় কি সমাজের বাধ্য?

বৈজু। ধর্ম? হিন্দুর মেয়ে তুমি। ধর্মের অনুশাসন মানবে না?

রানু। যারা অধর্ম করেছে, করছে, করবে বলে বদ্ধপরিকর তারা যদি ধর্মের কাহিনী শোনাতে আসে আমি কিছুতেই শুনব না, শুনব না, শুনব না। আমার ধর্মই আমাকে বলছে তাদের সংস্রব ছাড়তে।

বৈজু। আইন? আইনের ভয় নেই তোমার? আমি যদি আদালতে যাই, সহবাস দাবী করি?

রাহু। কাপুরুষের শেষ অস্ত্র। যাই, তৈরি হইগে।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[সেই দিন। এক ঘণ্টা পরে। বসবার ঘর। বৈজু, রাহু, হেনা ও শিশির বসে আছে।]

বৈজু। যা ছিল সিয়েরিয়াস তাই ক্রমশ কমিক হয়ে উঠেছে, শিশির। প্রথমে হেনা স্থির করল আজকেই যাবে। ঐ দেখছ তো। তৈরি হয়ে বসে আছে যাবার জন্যে। তার পর আমি স্থির করলুম আমি যাব ওর সঙ্গে। আমিও তৈরি তা তো দেখতেই পাচ্ছ। এখন রাহু জেদ ধরেছে সেও যাবে। আমরা নিলে আমাদের সঙ্গে। না নিলে তোমার সঙ্গে। ওই ছাখ রাহুও তৈরি।

শিশির। বাঃ। ভারী মজা তো! এক নৌকায় তিন জনে! তা যদি না হয় তবে হেনার নৌকায় তুমি আর আমার নৌকায় রাহু। কেমন এই তো পরিস্থিতি?

বৈজু। হাঁ, কিন্তু এর কোনোটাই সম্ভব নয়।

শিশির। কেন? কেন?

বৈজু। হেনার নৌকায় আমি উঠতে পারি, কিন্তু রাহু উঠতে রাজী হবে কেন?

শিশির। হেনা, তুই রাজী নস্ ?

হেনা। না, আমি রাজী নই। আমার নৌকাটি ছোট। তিনজনের ভার সইতে পারে না।

শিশির। তা হলে রানু উঠবে আমার নৌকায়। রানু, রাজী ?

রানু। আমি তৈরি।

বৈজু। আমার আপত্তি আছে।

শিশির। তা যদি হয় তবে তুমিও চলে এসো আমার নৌকায়। আমার নৌকাটি বড়। তিন জনের ভার সইবে।

বৈজু। তার মানে হেনা হবে পথি নারী বিবর্জিতা। আমাব মতে ওইটাই অধর্ম।

শিশির। ওঃ তুমি ধার্মিক। তবে তুমি হেনার সঙ্গে যাও।

বৈজু। আর রানু ?

শিশির। রানু হবে প্রবাসে নারী বিবর্জিতা। তোমার মতে সেটা ধর্ম।

বৈজু। বাড়ীতে ঝি চাকর আছে। বিশ্বাসী লোক ওরা। পাহাড়ীরা লোক ভালো।

শিশির। আজকেই আমি সব ক'টাকে বিদায় করে দেব। রানু এ বাড়ীতে থাকবে না।

বৈজু। তুমি! তুমি কোন অধিকারে এসব করবে! তুমি কি মালিক ?

শিশির। তুমি নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়ে গেলে তার পরে এসব হবে। ছাড়ছ কেন ?

বৈজু। ছেড়ে দিয়ে মানে? এই যে সব অফিসার স্ত্রীকে বাড়ীতে রেখে টুরে যাচ্ছে এরাও কি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে? আবার তো আমি আসছি।

হেনা। তাই নাকি? তা হলে তোমার গিয়ে কাজ নেই। আমি একা যেতে পারব। রাতটা শিলিগুড়িতে কাটিয়ে সকাল বেলা বাগডোগরায় প্লেন ধরব।

বৈজু। না, না, সে হতে পারে না। তোমাকে আমি একা ছেড়ে দিতে পারিনে।

হেনা। তা বলে তোমাকে আমি ফিরে আসতে দেব না। যদি আমার সঙ্গে যাও।

শিশির। তা হলে, বৈজু, কী করবে স্থির করে ফেল। ফিরে আসতে পারবে না, এ কথা জেনেও কি তুমি যাবে? হেনা যদি একা যেতে না পারে আমি তাকে পৌঁছে দিয়ে আসব। তুমি এদিকে রানুকে সামলাও দেখি। ও যদি আপনা আপনি আমার হোটেলে গিয়ে ওঠে আমি কী করতে পারি!

বৈজু। তুমি প্রশ্রয় না দিলে ও কখনো আপনা হতে যাবে না। তুমি এসেছ বলেই রানু ওটা ভাবছে।

শিশির। নইলে বাপের বাড়ীর কথা ভাবত। তাতে তোমার আপত্তি নেই তো?

বৈজু। আলবৎ আপত্তি আছে। ওখানে গেলে সব জানাজানি হয়ে যাবে। শ্বশুরবাড়ীতে আমি মুখ দেখাব কী করে? দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

শিশির। বৈজু, তুমি কি বাউরা হলে? বৈজু বাউরা! তুমি একটা মানুষকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রাখবে, তাকে কোনো রকম সুখে সুখী করবে না, সুখী হতে দেবে না?

বৈজু। এই ষোলো বছর ও ছাড়া আর কী করেছি আমি? বলুক, রানু বলুক।

রানু। সত্যি আমি ধন্য।

বৈজু। লোকটা আমি খারাপ নই, শিশির। কিন্তু পড়ে গেছি গোলোকধাঁধায়—পথ বলতে পারো?

শিশির। পারি। কিন্তু তা কি তোমার মনে ধরবে?

বৈজু। শুনি তো।

শিশির। তোমাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে আত্মসুখ বিসর্জন দিতে হবে। তিনজনের মধ্যে তুমি সব চেয়ে বেশি ভোগ করেছ। তুমি সব সব চেয়ে বেশি ত্যাগ করবে।

বৈজু। আমি! ত্যাগ করব! আত্মসুখ!

শিশির। চমকে উঠলে যে! জীবনটা কি কেবল ভোগময়! ত্যাগে ত্যাগে জর্জর নয়!

বৈজু। তা বলে আটত্রিশ বছর বয়সে আমার সব সুখ ফুরিয়ে যাবে! তা হলে আমার অসুখ কি কোনো দিন সারবে! একটার পর একটা লেগে থাকবে না!

শিশির। অসুখ মনে করলেই অসুখ। বেশির ভাগ অসুখই মানসিক। কায়াকে আশ্রয় করে যদিও।

বৈজু। না শিশির। আমি পারব না। আমার বহু সাধ অচরিতার্থ।

শিশির। তা হলে, রান্থ। তোকেই আত্মসুখ বিসর্জন দিতে হয়। বৈজুর পরে তুই সব চেয়ে বেশি ভোগ করেছিস। বৈজু যখন ত্যাগ করবে না তুই কর।

রান্থ। শিশিরদা, এই হলো তোমার বিচার! আমি কি সব চেয়ে বেশি সেবা করিনি, যত্ন করিনি, কষ্ট সইনি? আমার কি সব সাধ চরিতার্থ হয়েছে?

শিশির। তা হলে, হেনা, ত্যাগ করতে হয় তোকেই। তুই আত্মসুখ বিসর্জন দে।

হেনা। কেন? আমি কি প্রাণ দিয়ে শুশ্রূষা করিনি? আমি কি প্রতিদান চেয়েছি? প্রতিদানে যদি কিছু পেয়ে থাকি তবে সে কি আমার প্রাপ্য নয়? যে ভালোবাসে সে কি ভালোবাসা পেলে নেয় না? ওটা ত্যাগ করলে জীবনে আর কী থাকে, শিশিরদা? কী নিয়ে থাকব?

শিশির। হেনা, প্রাপ্য ত্যাগ করাই তো মহত্ত্ব। ওটা বাদ দিলেও অনেক কিছু থাকে জীবনে।

হেনা। রান্থ তার দৃষ্টান্ত দেখাক। আমি ওর পদাঙ্ক অনুসরণ করব।

শিশির। রান্থ, তুই এর উত্তর দে।

রান্থ। আমি কার পদাঙ্ক অনুসরণ করব? কে আমাকে দৃষ্টান্ত দেখাবে?

শিশির। বৈজু, তুমি এর উত্তরে কী বলবে ?

বৈজু। আমি ইমানদার। হেনার প্রতি আমার একটা ইমানদারি জন্মেছে। আমি কি বেইমানী করতে পারি ? আমার কি ত্যাগ করার স্বাধীনতা আছে ?

শিশির। আত্মসুখ ত্যাগ করার স্বাধীনতা সব সময় সব মানুষের আছে।

বৈজু। কিন্তু যেক্ষেত্রে একজনের সুখের সঙ্গে আরেক জনের সুখ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সেক্ষেত্রে একজন ত্যাগ করলে আরেকজনকেও ত্যাগ করতে হয় অনিচ্ছাসত্ত্বে। আমাকে ত্যাগ করতে বলা মানে হেনাকেও ত্যাগ করতে বাধ্য করা।

শিশির। তোমাকে অনুরোধ করা নিষ্ফল। আমার অনুরোধ রানুকে ও হেনাকে।

রানু। আমার সুখের নীড় হঠাৎ একদিনের ঝড়ে ভেঙে পড়বে এ কি আমি কল্পনা করতে পেরেছি ? এই ভাঙনকে আমি মাথা পেতে নিতে পারি। কিন্তু সেটা স্বেচ্ছায় নয়, অনিচ্ছায়।

শিশির। তা হলে আর ত্যাগ কিসের ! দুর্ভোগকে ত্যাগে পরিণত করার কৌশল শেখ, রানু।

রানু। সেটা হলো আত্মপ্রতারণা, শিশিরদা।

শিশির। না, আত্মপ্রতারণা অন্য জিনিস। বল, আমি রানীর মতো পেয়েছি। রানীর মতো দান করলুম। আমি কাঙাল নই। কাঙালের মতো চাইনে।

রানু। কাঙালের মতো চাইনে। কিন্তু চাইনে কেমন করে বলি?

শিশির। বলতে শেখ। সেইখানেই মহত্ত্ব।

রানু। না, শিশিরদা। যার উপর অন্যায় করা হয়েছে মহত্ত্বের পালা তার নয়।

শিশির। হেনা কি আমার অনুরোধ শুনবে?

হেনা। কেন, শিশিরদা! আমি অন্যায় করেছি বলে?

শিশির। না, তা নয়। ন্যায় অন্যায় বিচার করবার আমি কে! আমি শুধু একটা পথনির্দেশ করছি। যে পথে চললে সকলের মঙ্গল। কারো অমঙ্গল নয়।

হেনা। তা বলে আমিই কি ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো! তুমি কি জান না, শিশিরদা, কত বার আমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, ভেঙে গেছে আমারই ইচ্ছায়! এত ত্যাগের উপর আবার ত্যাগ!

শিশির। তা হলে ত্যাগ তোরা কেউ করবিনে? একজনও না?

[সকলে নীরব।]

শিশির। আমি বলি এক কাজ করলে কেমন হয়? লটারি? লটারিতে যার নাম উঠবে সেই ত্যাগ করবে। বৈজু। রানু। হেনা।

বৈজু, রানু, হেনা। [একবাক্যে] না, না, না।

শিশির। না, না, না? সব তাতেই না, না, না? আমার

কোনো কথাই যদি কেউ না শোনে তা হলে আমার দ্বারা এর সমধান হবে না। তোদের সমাধান তোরাই কর বসে। আমি চলি।' [প্রস্থানোদ্যত]

বৈজু। ও কী! চললে যে! না, না, যেয়ো না।

রাহু। যেয়ো না, শিশিরদা।

হেনা। যেয়ো না, ভাই।

শিশির। যাব না? তবে তোরা শুনবি আমার কথা?

রাহু, হেনা। শুনব। শুনব।

শিশির। বৈজু, তুমি?

বৈজু। শুনব।

শিশির। শোন তা হলে। রাহু, তুই এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যা। যাবি আমার হোটেলে। খবরদার দেরি করিস্‌নে।

রাহু। আসি, শিশিরদা। ওগো, আসি। [প্রস্থান]

শিশির। আর হেনা, তুই বেরিয়ে যা ওই দরজা দিয়ে। সোজা মোটর অফিসে যাবি। খবরদার, সবুর করিস্‌নে।

হেনা। আসি, শিশিরদা। এই, আসি। [প্রস্থান]

শিশির। এবার, বৈজু! এ বাড়ীতে তুমি আর আমি দুই বন্ধু বাস করব। দু'জনে দু'জনকে পাহারা দেব।

বৈজু। এ কী! ওরা চলে গেল যে! [ডান দিকের দরজায় গিয়ে] রাহু! রাহু! রাহু! [বাঁ দিকের দরজায় গিয়ে] হেনা! হেনা! হেনা! [ডান দিকের দরজায়] রাহু! রাহু! [বাঁ দিকের দরজায়] হেনা! হেনা! [ডান দিকের দরজায়] রাহু!

বাঁ দিকের দরজায়] হেনা ! [এদিক ওদিক] রানু, হেনা ! রানু, হেনা ! রা—হে—রা—হে—রা—হে—

যবনিকা পতন

(চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক)

১৯৫৪